৩

সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞাতিত্ব : পরিবার
Social Structure and Kinship : Family

এই ইউনিটের সকল পাঠ হচ্ছে পরিবারকে কেন্দ্র করে। পরিবার প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞান, এবং নৃবিজ্ঞানীদের, তাত্ত্বিক যাত্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এই ইউনিটে উপস্থাপন করা হয়েছে। উনবিংশ শতক ছিল বিবর্তনবাদীদের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে, নৃবিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট হয় পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশের উপর। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীর পরিবারের একটি ইতিহাস রচনার চেষ্টা চালান। সাচ্চা নৃবিজ্ঞান হতে হবে মাঠ গবেষণা ভিত্তিক, এই ধারণা এবং নৃবিজ্ঞানের ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক ধারা, একই সময়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে। বলা হয়ে থাকে, এই ধারা বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞান চর্চার অবসান ঘটায়। ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীরা যদিও সমগ্রের কথা বলেন, তাঁদের সমগ্রের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে জীব বিজ্ঞানের প্রাণী। তাদের দৃষ্টিতে, সমাজ প্রাণীর সাথে তুলনীয়। একটি প্রাণীর রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণীর সামগ্রিক কার্যকরিতা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকরিতার উপর নির্ভরশীল (হাত হাতের কাজ করে, পা হাঁটাচলার কাজ করে, মাথা সবকিছু পরিচালনা করে)। সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-প্রথা – এগুলো সমাজের স্থিত-অবস্থা নিশ্চিত করে, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। পুনঃপৌনিকনিকভাবে সমাজকে একটি শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা হিসেবে নিরন্তর পয়দা করে।

ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব-জগতে, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত ছিল। এই অনুপস্থিতি আকস্মিক নয় – এই অভিযোগ বহু তাত্ত্বিক মহল (মার্ক্সবাদ, নারীবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী) থেকে, ১৯৬০ এর শেষ দিকে উচ্চারিত হয়। এটি আগামী প্রজন্মের নৃবিজ্ঞানীদের কাজের তাত্ত্বিক পরিসর রচনা করতে সাহায্য করে। শুরু হয় সংঘাত, দ্বন্দ্ব, বৈষম্য, ক্ষমতার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে নতুন ধারার জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের কাজ। বড় দাগে বললে, এই পাঁচটি ধারার কাজের সাথে আপনি পরিচিত হবেন এই ইউনিটের পাঁচটি পাঠে। কিন্তু ক্রমান্বিকভাবে নয়। প্রায় প্রতিটি পাঠের মুখ্য প্রসঙ্গ (উদাহরণস্বরূপ, নরবর্ণ) বিভিন্ন তত্ত্বে কিভাবে বিবেচিত হয়েছে, সেটি তুলে ধরা হবে, কিংবা অন্তত এর ইঙ্গিতগুলো থাকবে। তবে মনে রাখবেন, শেষে উল্লেখিত তিনটি ধারার বহু উপধারা রয়েছে যেগুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত (উদাহরণস্বরূপ: সমাজতান্ত্রিক/মার্ক্সবাদী নারীবাদ)।

ক্ষমতা ও বৈষম্যের প্রসঙ্গ কিভাবে পরিবার বিষয়ক বিদ্যাজাগতিক আলোচনার চেহারা পাল্টে দেয় সেটি, আপনি পাঠগুলো পড়ে বুঝবেন। .

◆ পাঠ ১ : পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশ-সম্পর্কিত তত্ত্ব
◆ পাঠ ২ : পরিবার ও গৃহস্থালী
◆ পাঠ ৩ : পরিবারের ধরন
◆ পাঠ ৪ : পরিবার: লিঙ্গীয় ও শ্রেণী সম্পর্ক
◆ পাঠ ৫ : পরিবার: বর্ণবাদের সম্পর্ক

পাঠ - ১

পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশ-সম্পর্কিত তত্ত্ব
Theories of the Origin and Evolution of the Family

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- সামাজিক-সাংস্কৃতিক বির্বতন
- পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব
- পরিবারের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের সমালোচনা

পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কিত এই পাঠে আমরা একটি *কেন্দ্রীয়* প্রসঙ্গের মুখোমুখি হব। কেন্দ্রীয় এই প্রসঙ্গটিকে ছোট-ছোট একাধিক প্রশ্নের মাধ্যমে উত্থাপন করা যায়। যেমন: পরিবার কি অপরিবর্তনীয় কিছু, নাকি রূপান্তরশীল? অর্থাৎ পরিবারের কি ইতিহাস আছে? যদি পরিবার রূপান্তরশীল হয়ে থাকে, তাহলে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া আমরা কিভাবে বুঝব? কোন্ তত্ত্বের সাহায্যে?

উনবিংশ শতকের চিন্তাবিদরা এ ধরনের প্রশ্ন দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই শতক ছিল বিবর্তনবাদী তত্ত্বের স্বর্ণযুগ। আরো ছিল, স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের গড়ে ওঠার সময়কাল। পরিবার, বিয়ে – এসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছিলেন এবং তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন এমন সব লেখক ও তাত্ত্বিক যাঁরা কিনা নৃবিজ্ঞানী ছিলেন না। ধরুন মর্গান, কিংবা মেইন। দুজনই ছিলেন আইনজীবী। কিন্তু, তা সত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানীদের জন্য তাঁদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার কারণ, এই সময়কালে জ্ঞাতিত্ব নৃবিজ্ঞানীদের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তী প্রজন্মের পেশাজীবী নৃবিজ্ঞানীরা, অর্থাৎ, উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ এবং বিংশ শতকের শুরুর দশকের নৃবিজ্ঞানীরা, নিজেদের চিন্তাভাবনা ও তত্ত্ব দাঁড় করান এই বিবর্তনবাদীদের কাজের প্রেক্ষিতে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বিবর্তনবাদী চিন্তার বিরোধিতা করেন। আবার, কিছু নৃবিজ্ঞানী বিবর্তনবাদী ধারায় কাজ অব্যাহত রাখেন। বিংশ শতকের প্রবল ধারার নৃবিজ্ঞান অনেকের মতে ছিল, বিবর্তনবাদ-বিরোধী।

যে দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যে সমাজ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির (যেমন পরিবার, বিবাহ) পরিবর্তন বিবর্তনের ধারণার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব, তাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন (sociocultural evolution) বলা হয়।

এই পাঠে প্রথমে বিবর্তনবাদ কি, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখব কিভাবে *জৈবিক বিবর্তনের* ধারা সামাজিক বিজ্ঞানে আমদানি করা হয়, ব্যবহার করা হয়। যে দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যে সমাজ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির (যেমন পরিবার, বিবাহ) পরিবর্তন বিবর্তনের ধারণার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব, সেটিকে *সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন* বলা হয়। দ্বিতীয়ত, পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশ-সম্পর্কিত তাত্ত্বিকদের কাজের সাথে আপনার পরিচয় ঘটানো হবে: বাকোফেন, মেইন, ম্যাকলেনান, মর্গান এবং এঙ্গেলস। তৃতীয়ত, বিবর্তনবাদের সমালোচনা এবং নারীবাদীদের কাছে এঙ্গেলসের গুরুত্ব আলোচিত হবে।

জৈবিক বিবর্তনবাদ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব মতে, একটি প্রজাতি অথবা একটি বিশিষ্ট জীবের জনসমষ্টি কাঠামোগতভাবে ক্রম পরিবর্তিত হয়। প্রতিবেশের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। বংশ-পরম্পরা এবং প্রতিবেশ, কোনটার ভূমিকা কতখানি, এ নিয়ে বিবর্তনবাদে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারা রয়েছে। এসত্ত্বেও, মোটের উপর বিবর্তনবাদ ধরে নেয় যে, বিবর্তনের সামগ্রিক ধারা হচ্ছে প্রতিবেশের সাথে জীবের অধিকতর উপযোগী হয়ে ওঠা। এবং বিবর্তনবাদীরা ধরে নেন, একটি নির্দিষ্ট প্রতিবেশের উপযোগী হয়ে ওঠার সাথে-সাথে প্রতিটি প্রজাতি অধিকতর জটিল, পৃথকীকৃত, এবং বিচিত্র হয়ে উঠে। চার্লস ডারউইনের নাম বিবর্তনবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত যদিও বিবর্তনবাদী চিন্তাভাবনা পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে অনেক পুরানো। ডারউইনের বিবর্তনের ধারণা এবং স্পেনসারের বিবর্তনের ধারণা – এ দুটোর

ভিন্নতার প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী হিসেবে ডারউইন বিবর্তনের জৈবিকতার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। ডারউইনের দৃষ্টিতে, বিবর্তনের মূলনীতি ছিলো প্রাকৃতিক নির্বাচন: বেশি উপযোগী প্রজাতির টিকে থাকা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া আকস্মিক: বিচিত্রতার উদ্ভব ঘটে এলোমেলোভাবে। অর্থাৎ, নতুন প্রজাতি জন্ম লাভ করে, তার মধ্যে যে কোন একটি আরো-উপযোগী হওয়ার কারণে টিকে যায়। এই প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট গতিপথ নেই।

ডারউইনের *দ্য ওরিজিন অফ দ্য স্পিশিস* (১৮৫৯) গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বৃটিশ সামাজিক তাত্ত্বিক হারবার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩) প্রস্তাব করেছিলেন যে, অজৈবিক, জৈবিক এবং অতি জৈবিক – সকল ক্ষেত্রেই – বিবর্তন ঘটে থাকে। শুধু তাই নয়, বিবর্তনের মাধ্যমে সম্পূরক এবং সরল আকৃতি হয়ে ওঠে বহুরূপী, পৃথকীকৃত এবং জটিল। *দ্য ওরিজিন অফ দ্য স্পিশিস* প্রকাশিত হবার পর স্পেনসার ডারউইনের চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে "যোগ্যতমের টিকে থাকা" – এই ধারণাটির জন্ম দেন। সামাজিক বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদের ধারণার প্রসার ঘটে প্রধানত স্পেনসারের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। এবং ডারউইন যেহেতু বিবর্তনবাদ বিষয়ে সবচাইতে সুসংহত তত্ত্ব দাঁড় করান সে কারণে এই তাত্ত্বিক ধারা "সামাজিক ডারউইনিজম" নামে পরিচিত।

সামাজিক বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদের ধারণার প্রসার ঘটে প্রধানত স্পেনসারের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। এবং ডারউইন যেহেতু বিবর্তনবাদ বিষয়ে সবচাইতে সুসংহত তত্ত্ব দাঁড় করান সে কারণে এই তাত্ত্বিক ধারা "সামাজিক ডারউইনিজম" নামে পরিচিত।

সামাজিক ডারউইনিজমের প্রধান দুটি পূর্বানুমান লক্ষ্যণীয়। প্রথমটি হলো, জীবের মতন *সমাজও বিভিন্ন অংশ বা উপাদানে গঠিত*। স্পেনসারের বক্তব্য হচ্ছে, জীবন্ত প্রাণীর মত সামাজিক গঠনও সরল, সমরূপ, অপৃথকীকৃত কাঠামো হতে আরো জটিল এবং অভ্যন্তরীণ ভাবে পৃথকীকৃত গঠন ধারণ করে। এই উপাদানগুলো যেমন বাড়ে, কমে, আবার তেমনি হয়ে ওঠে পৃথকীকৃত। সরলাকৃতির হোক কি জটিলাকৃতির, উপাদানগুলো কাজ করে সমন্বিতভাবে। সরল সমাজ ধীরে-ধীরে জটিল হয়ে ওঠে, এবং এটি একটি প্রক্রিয়া। সরল অবস্থায় সমাজের থাকে অল্প অঙ্গসংগঠন। এগুলো পৃথকীকৃত নয়। যেমন ধরুন, গৃহস্থালী। আদিম সমাজে, গৃহস্থালী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক – বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে থাকে। যারা একসাথে বসবাস করে, তারা তাদের আহারের চাহিদা পূরণ করে শিকার করে, কিংবা মাছ ধরে, অথবা ফল-মূল সংগ্রহ করে। এ ধরনের সমাজে ন্যূনতম একটি শ্রম বিভাজন কাজ করতে পারে: পুরুষরা পশু শিকার করে, নারীরা ফল-মূল সংগ্রহ করে। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে, সামাজিক একক (জ্ঞাতিভিত্তিক গৃহস্থালী) আবার একই সথে অর্থনৈতিক এককও (সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করে)। সমাজ জটিল হয়ে পড়ার অর্থ হচ্ছে, এর অঙ্গসংঙ্গঠন বৃদ্ধি পায়, কাজ'ও হয়ে উঠে আরো জটিল, বিবিধ। সভ্যতার বিকাশের সাথে নগর-অঞ্চল গড়ে উঠে। গৃহস্থালী পৃথকীকৃত হয়ে যায়: দেখা দেয় দুই ধরনের গৃহস্থালী: গ্রামের কৃষক গৃহস্থালী এবং নগরাঞ্চলের গৃহস্থালী। নগরাঞ্চলের গৃহস্থালী শস্য উৎপাদন করে না। এই গৃহস্থালীর সদস্যরা হয়ত করেন ব্যবসা-বাণিজ্য, কিংবা দেশের রাজনীতি পরিচালনা। তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণ করে গ্রামের কৃষক গৃহস্থালী।

সামাজিক ডারউনিজমের দ্বিতীয় পূর্বানুমান প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূলনীতিকে ঘিরে। যোগ্যতমের টিকে থাকার ধারণাকে স্পেনসার এবং তার অনুসারীরা প্রয়োগ করেন মনুষ্য সমাজের ক্ষেত্রে। গরিব, অসুস্থ এবং কম যোগ্য মানুষজন বিবেচিত হন "অযোগ্য" হিসেবে। এই দৃষ্টিতে ধরে নেয়া হয়, সমাজের স্বাভাবিক প্রগতির উদ্দেশ্যে, "অযোগ্য"দের বিলুপ্ত হতে দেয়া উচিত।

পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশ-সম্পর্কিত তত্ত্ব

এই পাঠের প্রথমে যে কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল, আমরা তাতে ফিরে যাই। পরিবারের কি ইতিহাস আছে? ফ্রাইডরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫; সমাজতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী কার্ল মার্ক্সের সহযোগী, তিনি নিজেও বিপ্লবী ছিলেন আর ছিলেন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক) এ প্রসঙ্গে ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা ভাবেন, পরিবারের ক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটেনি। আপনারা ধরে নেন যে,

খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থে পিতৃ প্রধান পরিবারের যে রূপ অঙ্কিত, সেটা সঠিক এবং সত্য।"[১]

এঙ্গেলস বলছেন : ইউরোপীয়রা ধরে নেন যে, পরিবারের কোন ইতিহাস নেই। পরিবার হচ্ছে অনড়, অটল, অপরিবর্তনীয়। ... খ্রিষ্টীয় ধর্মগ্রন্থে পিতৃ প্রধান পরিবারের যে রূপ অঙ্কিত, সেটাকেই সঠিক এবং সত্য বলে ধরে নেন।

এঙ্গেলসের লক্ষ্য ছিল, পরিবার যে একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান (এর অতীত এবং বর্তমান আছে, এর বদল ঘটে, এটা বদলযোগ্য), তা যুক্তিসহকারে প্রমাণ করা। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে, ইংল্যান্ডে, পরিবার নিয়ে বিশাল বিতর্ক চলছিল। বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল এমন ধরনের বিষয়: সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকা কি? পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কি বিশ্বব্যাপী? এই বিতর্কে প্রবল ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন মেইন। ইংরেজ এই আইনজ্ঞের পুরো নাম হেনরি জেমস সামনার মেইন (১৮২২-১৮৮৮)। তিনি *এনশিয়েন্ট ল'* (১৮৬১) গ্রন্থের লেখক এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচিত। মেইনের বক্তব্য ছিল, আদিযুগে মানব সমাজ বলতে বোঝাত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সকল সমাজে উপস্থিত।

মেইনের বক্তব্য ছিল, আদিযুগে মানব সমাজ বলতে বোঝাত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

বাকোফেন এবং মর্গান, মেইনের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। মেইনের মতন য়োহান্নেস য়াকব বাকোফেন (১৮১৫-১৮৫৭)-ও ছিলেন আইনজীবী। সুইটজারল্যান্ডের এই অধিবাসী প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্যের পন্ডিত ছিলেন। তিনি *মিথ, রিলিজিআন এ্যান্ড মাদার-রাইট* (১৮৬১)-এর রচয়িতা। প্রাচীনকালের পুরাণে আগ্রহ থেকে তিনি জ্ঞাতি ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তাঁর মতে, আদি যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল বাছ-বিচারহীন যৌন সম্ভোগ। একে তিনি মাতৃতন্ত্র (matriarchy) অথবা মাতৃ-অধিকার (mother right) হিসেবে চিহ্নিত করেন। বাকোফেন বলেন, আদি যুগের এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। তার স্থলে গড়ে উঠে পিতৃসূত্রীয় (patrilineal) অথবা পিতৃ-অধিকার ব্যবস্থা। পরিবর্তনের মূল কারণ ছিল ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থার উদ্ভব এবং পুরুষদের নিজ সন্তানের জন্য সম্পত্তি রেখে যাওয়ার প্রবণতা।

বাকোফেনের মতে, আদি যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল বাছ-বিচারহীন যৌন সম্ভোগ। একে তিনি মাতৃতন্ত্র অথবা মাতৃ-অধিকার হিসেবে চিহ্নিত

এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে লুইস হেনরী মর্গান (১৮১৮-১৮৮১)-এর কাজে। তিনিও ছিলেন আইনজীবী। মর্গান বহু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক: *লীগ অফ দ্য ইরোকওয়া* (১৮৫১) , *সিষ্টেমস অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি এ্যান্ড এফফিনিটি* (১৮৭১) এবং *এনশিয়েন্ট সোসাইটি* (১৮৭৭) । মর্গান তার কাজে, মন্টেস্ক্যু'র উদ্ভাবিত যুগ-বিভাগের শ্রেণীকরণ ব্যবহার করেন: আদিম বা বন্য যুগ (শিকারী-সংগ্রহকারী), বর্বর যুগ (কৃষি-ভিত্তিক) এবং সভ্যতা (জটিল, বিশেষায়িত সমাজ) (Charles-Louis de Secondat Montesquieu, *L'espirit des Lois*, 1748)। মন্টেস্ক্যুর প্রথম দুটি শ্রেণীকে মর্গান তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন – নিম্ন, মধ্য, উচ্চ। বাকোফেনের মতনই, মর্গানও মনে করেন, মানব সভ্যতার আদিযুগে ছিল নির্বিচার যৌন সম্ভোগ। তারপর, ক্রমান্বয়ে এই আদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দেখা দেয়: একরক্ত সম্পর্কের পরিবার। এটি পরিবারের প্রথম স্তর। এ পর্যায়ে, বিবাহের দলগুলি বিভিন্ন প্রজন্মে বিভাজিত হয়ে পড়ে। পরিবারের গন্ডির মধ্যে সমস্ত দাদা-দাদীরা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী, তাদের সন্তানেরা (অর্থাৎ, বাবা-মা প্রজন্ম) পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী। তাদের সন্তানেরা অর্থাৎ, ফুপাত, চাচাত, মামাত, খালাত ভাই-বোন এবং নিজ ভাই-বোনেরা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী। পরিবারের এই স্তরে মাতা-পিতার সাথে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়ে উঠলেও ভাই-বোন সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। পলিনেশীয় এবং হাওয়াই-এর সমাজে এই রীতির প্রচলন ছিলো বলে মর্গান দাবি করেন।

মর্গানও মনে করেন ... পরিবারের প্রথম স্তরে ... বিবাহের দলগুলি বিভিন্ন প্রজন্মে বিভাজিত হয়ে পড়ে। পরিবারের গন্ডর মধ্যে সমস্ত দাদা-দাদীরা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী, তাদের সন্তানেরা (অর্থাৎ, বাবা-মা প্রজন্ম) পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী।

দ্বিতীয় স্তরে, পুনালুয়া পরিবার গঠিত হয়। ভাই-বোনদের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। বিয়ে হয় প্রথম, দ্বিতীয় বা তারও অধিক দূরত্বের কাজিন বোনদের সাথে এমন এক দল পুরুষের যারা একইভাবে রক্ত-সম্পর্কিত। পুনালুয়া শব্দটির অর্থ হল, "ঘনিষ্ট সাথী" এবং পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে এই নামে সম্বোধন করেন। স্ত্রীরাও একে অপরের পুনালুয়া। পুনালুয়া পরিবার থেকে গোত্র সংগঠনের উৎপত্তি হয়েছে বলে মর্গান ধারণা করেছিলেন। যদিও সমগ্র পরিবারের সমস্ত সন্তান সন্ততিদের

[১] Moira Maconachie, "Engels, Sexual Divisions, and the Family," in Janet Sayers, Mary Evans and Nanneke Redclift (eds) *Engels Revisited. New Feminist Essays*, London: Tavistock Publications, 1987, p. 100 এ উদ্ধৃত।

একজন নারী নিজ সন্তান বলে সম্ভাষণ করেন, এ সত্ত্বেও নিজের পেটের ছেলে-মেয়েদের তিনি আলাদা করতে পারেন। যেহেতু এ পর্যায়ে একমাত্র মায়ের দিক দিয়ে বংশপরম্পরা নিশ্চিতভাবে জানা যায় সেকারণেই মাতৃধারা স্বীকৃত হয়। আদি মাতার বংশজাত কন্যাসন্তান এবং তাদের সন্তানসন্ততি মিলে গঠিত হয় আদি *গোত্র*। যখন সমস্ত ভাই-বোনদের, এমনকি মায়ের দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের সমান্তরাল ভাই-বোনদের মধ্যে পর্যন্ত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয় তখনই উপরুক্ত গোষ্ঠী রূপান্তরিত হয় গোত্রে। অর্থাৎ, মায়ের দিক দিয়ে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যাদের মধ্যে বিয়ে অনুমোদিত নয়। পুনালুয়া পরিবার থেকেই গোত্রের উদ্ভব। মর্গানের মতে, ইউরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকায় পুনালুয়া পরিবারের প্রচলন ছিলো সুদূর অতীতে; পলিনেশিয়ায় এর প্রচলন উনবিংশ শতক পর্যন্ত ছিল।

সমষ্টি-বিবাহের সময়কালে অথবা তারও পরে কমবেশি সময়ের জন্য জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দেয়। এটি হচ্ছে তৃতীয় স্তর। বহু পত্নীর মধ্যেও একজন পুরুষের একজন প্রধান পত্নী থাকে। এই পুরুষটি আবার তার প্রধান পত্নীর বহু পতিদের মধ্যে প্রধান। দুই পক্ষের যে কোন পক্ষ সহজেই এই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে। বিয়ে ভেঙ্গে গেলে, সন্তান-সন্ততিরা আগের মত কেবল মায়ের অধিকারভুক্ত। বন্য অবস্থা ও বর্বরতার সীমারেখায় জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দেয়। মর্গান দাবি করেন যে, যখন আমেরিকান আদিবাসীরা আবিষ্কৃত হয় তখন তাদের উত্তরণ ঘটে এবং তারা জোড়বাঁধা পরিবার গঠন শুরু করেন। বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উৎক্রমণ যুগে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে চতুর্থ এবং বর্তমানে প্রচলিত একপতিপত্নী পরিবারের উৎপত্তি। ধরে নেয়া হয় এই পরিবার ব্যবস্থা সভ্যতার সূচনার অন্যতম লক্ষণ।

কি কি কারণে বিয়ে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে? মর্গানের বক্তব্য ছিল, জীবন-ধারণের সামগ্রী লাভ করার যে কলাকৌশল, তাতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন আহার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনের ফলে, বিয়ে এবং পরিবার, ও রাজনৈতিক সংগঠনে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। এঙ্গেলস যে মর্গানের কাজে উদ্বুদ্ধ হন সেটা তাঁর লেখা *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* (১৮৮৪) পড়লেই বোঝা যায়। মর্গানের তথ্যসম্ভার আর প্রধান বক্তব্য গ্রহণ করে এঙ্গেলস শ্রেণী এবং লিঙ্গীয় বৈষম্যের উৎপত্তির প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। এঙ্গেলস বলেন, যাযাবর জীবন ছেড়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বসবাসের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় যখন উৎপাদনের শক্তি – প্রধানত যন্ত্রপাতি – আবিষ্কার হয়। তীর-ধনুক, কাঠের পাত্র, বেতের ঝুড়ি, পাথরের যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর তৈরী যাযাবর জীবনকে করে তোলে অনাবশ্যিক। কুড়াল ও কোদালের মতন লৌহ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, বনজঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা তৈরী করে; পশু-পালন এবং চাষ-বাসের উদ্ভব ঘটে। অরণ্যে বসবাস থামিয়ে মানুষ সমতল ভুমিতে বসবাস আরম্ভ করে।

মর্গানের তথ্যসম্ভার আর প্রধান বক্তব্য গ্রহণ করে এঙ্গেলস শ্রেণী এবং লিঙ্গীয় বৈষম্যের উৎপত্তির প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। এঙ্গেলস বলেন, যাযাবর জীবন ছেড়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বসবাসের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় যখন উৎপাদনের শক্তি - প্রধানত যন্ত্রপাতি - আবিষ্কার হয়।

উৎপাদনের বিকাশের এই পর্যায়ে, এঙ্গেলস বলেন, "মাতৃ-অধিকার" প্রচলিত ছিল। সন্তান কোন বংশের তা নির্ধারিত হত তার মায়ের মাধ্যমে। একত্রে বসবাসের রীতি ছিলো মাতৃস্থানিক, পিতৃস্থানিক নয়। শ্রম বিকাশের এই পর্যায়ে গৃহস্থালীর সকল নারী ছিলেন একই গোত্রের, আর পুরুষেরা ছিলেন ভিন্ন-ভিন্ন গোত্রের। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মাতৃ-অধিকার ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে। পশু-পালন, লৌহকর্ম, কাপড় বোনা, এবং কৃষিকাজ সম্ভব করে তোলে এমন সম্পদের সৃষ্টি যা অব্যবহৃত থেকে যায়। উদ্বৃত্ত পুরুষের কর্ম পরিসরে তৈরি হওয়াতে, এর মালিকানা হয়ে ওঠে পুরুষের। বিকশিত উৎপাদনের শক্তি এবং মাতৃ-অধিকার ভিত্তিক পারিবারিক ব্যবস্থা – এ দুয়ের মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি হয়। মাতৃ-অধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে, এর স্থলে গড়ে উঠে পিতৃ-অধিকার ব্যবস্থা। এই নতুন ব্যবস্থায় সম্পদ প্রবাহিত হয় পিতার মাধ্যমে, মাতার মাধ্যমে নয়। এই পরিবর্তন, এঙ্গেলসের মতে, নারী অধস্তনতার সূত্রপাত ঘটায়। নারী হয়ে উঠে সন্তান উৎপাদনের একটি উপায় মাত্র।

ছক - ১ : মর্গানের বিবর্তনবাদী নকশার যে রূপ এঙ্গেলস গ্রহন করেন তার সংক্ষিপ্তসার[২]

পরিবারের ধরন	ইতিহাসের যুগ-বিভাগ	জীবন ধারণ সামগ্রী লাভের কৃৎ-কৌশল
দলগত বিবাহ	অসভ্য: নিম্ন	ফল-মূল, শিকার
	মধ্য	মৎস, আগুন এবং মাংস
	উচ্চ	তীর ও ধনুক
জোড় বিবাহ	বর্বর: নিম্ন	ভুট্টা ও জনার চাষ, মৃৎ শিল্প
	মধ্য	গৃহপালিত পশু থেকে মাংস ও দুধ সংগ্রহ
	উচ্চ	সেচের সাহায্যে কৃষি কাজ লৌহ-আকর গলানো এবং লৌহ হাতিয়ারের (যেমন লাঙ্গল) উদ্ভব
একগামী বিবাহ	সভ্যতা	বর্ণমালা ও লেখার আবিষ্কার

এঙ্গেলস বলেন, শ্রম বিকাশ এবং উৎপন্ন পরিমাণ যত কম হয়, সমাজের সম্পদ যত সীমিত হয়, তত বেশি সমাজ ব্যবস্থা জ্ঞাতি সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হয়।

একই সাথে, সম্পত্তি হয়ে উঠে ব্যক্তি মালিকানার বিষয়। এঙ্গেলস বলেন, শ্রম বিকাশ এবং উৎপন্ন পরিমাণ যত কম হয়, সমাজের সম্পদ যত সীমিত হয়, তত বেশি সমাজ ব্যবস্থা জ্ঞাতি সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু যখন কৌলিক বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়তে থাকে তখন একাধিক জিনিস একইসাথে ঘটে: ব্যক্তিগত মালিকানা ও দ্রব্য বিনিময় বিকশিত হয়, ধনের অসমতা বৃদ্ধি পায়, অপরের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা তৈরি হয়, আর তৈরি হয় শ্রেণী বিরোধের ভিত্তি। কৌলিক বন্ধনের পরিবর্তে দেখা দেয় রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত একটি নতুন সমাজের উত্থান।

একপতিপত্নী পরিবারের সূচনা পুরুষ আধিপত্যের সূত্রপাত ঘটায়। এই পরিবারের লক্ষ্য হচ্ছে পিতৃধারায় সন্তান উৎপাদন, এটি নিশ্চিত হলে তবেই সন্তানসন্ততি প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হিসেবে যথা সময়ে বাপের সম্পত্তি পায়। জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একপতি-পত্নী পরিবারের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, শেষোক্ত বিবাহে বন্ধনটি অনেক বেশি শক্ত, যে কোন পক্ষের মর্জি মত বিয়ে ভেঙে ফেলা সম্ভব না। কেবল মাত্র স্বামীই পারে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেন, একপতিপত্নী ব্যবস্থার সূত্রপাত কিন্তু নারী-পুরুষের সমতার কারণে ঘটেনি। এটিকে বিবাহের উচ্চতম রূপ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয় যেহেতু এই বিয়েতে নারী হচ্ছে অধস্তন এবং পুরুষ হচ্ছে কর্তা, অধিপতি। শ্রেণীগত নিপীড়নের সূচনা (গরিবের উপর ধনীর) এবং লিঙ্গীয় নিপীড়নের সূচনা (নারীর উপর পুরুষের) একই সূত্রে গাঁথা। এঙ্গেলসের মতে, ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব এবং শ্রেণী-সমাজের গঠন

[২] Moira Maconachie, "Engels, Sexual Divisions, and the Family," in Janet Sayers, Mary Evans and Nanneke Redclift (eds) *Engels Revisited. New Feminist Essays*, London: Tavistock Publications, 1987, p. 102 এ উদ্ধৃত।

ডেকে আনে "নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়"। তিনি আরো বলেন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন পুরুষ আধিপত্য এবং নারী অধস্তনতা টিকে থাকবে। একপতিপত্নী বিয়ে নারীর জীবনকে শৃঙ্খলিত করে। এব্যবস্থায়, নারীর ভুমিকা উৎপাদনমূলক নয়, সে হয়ে ওঠে স্বামীর ব্যক্তিগত সেবা প্রদানকারী। নতুন এই ব্যবস্থায় নারী অর্জন করে বিনিময় মূল্য। আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হয় বিয়ে একটি চুক্তি, এবং দুইজনই এই চুক্তিতে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেন, কিন্তু আসলে বিয়ের চুক্তি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয়; প্রেম-ভালবাসা এর ভিত্তি নয়। বরং বিয়ের চুক্তি সম্পত্তি এবং পারিবারিক স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শ্রেণীগত নিপীড়নের সূচনা (গরিবের উপর ধনীর) এবং লিঙ্গীয় নিপীড়নের সূচনা (নারীর উপর পুরুষের) একই সূত্রে গাঁথা।

এ তো হচ্ছে মালিক শ্রেণীর নারী-পুরুষের সম্পর্ক। প্রলেতারিয়েত অথবা সর্বহারা শ্রেণীতে নারী-পুরুষের বিবাহ কি একইরকম? এঙ্গেলস বলেন, এই শ্রেণী যেহেতু সম্পত্তি-বিহীন সে কারণে কেবলমাত্র এই শ্রেণীর বিয়ের ভিত্তি হচ্ছে, প্রেম-ভালবাসা। এই শ্রেণীতে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে তাহলে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যায়; ধনী শ্রেণীর ক্ষেত্রে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা করতে ফ্যাঁকড়া বেধে যায়, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে, শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, এই শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা, জীবনযাপন পদ্ধতিও শক্তিশালী। সে কারণে, সর্বহারা শ্রেণীর বিয়ের সম্পর্কে শ্রেণীগত পুরুষ-আধিপত্যের প্রভাব পড়তে পারে।

বিবর্তনবাদের সমালোচনা

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে। ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছে "আর্মচেয়ার নৃবিজ্ঞান"। তাঁদের অনেকেরই মনে হয়েছে, বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে নৃবিজ্ঞানের হতে হবে মাঠ-গবেষণা ভিত্তিক। বিভিন্ন জায়গার, বিভিন্ন মানুষ দ্বারা (ঔপনিবেশিক সরকারের কর্মকর্তা, ধর্ম যাজক, ভ্রমণকারী), বিভিন্ন উপায়ে জড়ো করা তথ্য, এবং অনেকাংশেই কল্পনা-প্রসূত তথ্য, নৃবিজ্ঞানের কাঙ্ক্ষিত বৈজ্ঞানিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। বিবর্তনবাদের আরো মৌলিক সমালোচনা দাঁড় করিয়েছেন ঔপনিবেশিকতা বিরোধী নৃবিজ্ঞানীরা, নব্য মার্ক্সবাদীরা, এবং নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা। এঁদের সমালোচনাগুলোকে জড়ো করলে প্রধান যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে, তা হ'ল, এই তত্ত্বের পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং এর মতাদর্শিক চেহারা। এই দুটো বিষয় আন্তঃসম্পর্কিত। দৈহিক নৃবিজ্ঞান যেভাবে বানর হতে মানুষে দৈহিক বিবর্তনের লুপ্ত ধাপগুলি অনুসন্ধান করতে থাকে, ঠিক একইভাবে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা লুপ্ত সাংস্কৃতিক ধাপগুলো অনুসন্ধান করতে থাকে। এই ধাপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, বিবর্তনবাদীরা সমসাময়িক ইউরোপীয় এবং অ-ইউরোপীয় সমাজ হতে প্রাপ্ত তথ্যকে "নিচু" থেকে "উঁচু" মানদন্ডে ক্রমান্বয়ে সাজান। তাঁদের পূর্বানুমান ছিল: সমসাময়িক অ-ইউরোপীয় সমাজ যদিও বর্তমান তবুও এটি মানব সভ্যতার একটি পূর্বতন, হারিয়ে-যাওয়া অতীতকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই অনুমান সম্ভব হয়েছিল, সমালোচকদের মতে, কারণ বিবর্তনবাদীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সমসাময়িক ইউরোপীয়রা, এবং তাদের সমাজিক প্রতিষ্ঠানাদি, বিবর্তনের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেছে। সেই অর্থে, বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের নামান্তর। বিবর্তনবাদ মানব বিবর্তনের একটি বিশ্বজনীন তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। যদিও এঙ্গেলস সমসাময়িক বুর্জোয়া-শাসিত সমাজের কট্টর সমালোচক ছিলেন এবং সম্প্রতিক সমালোচকরা যে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল তাদের সমালোচনার বিষয় হচ্ছে এঙ্গেঁলসের অনুসৃত পদ্ধতি।

বিবর্তনবাদের ... মৌলিক সমালোচনা দাঁড় করিয়েছেন ঔপনিবেশিকতা বিরোধী নৃবিজ্ঞানীরা, নব্য মার্ক্সবাদীরা, এবং নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা। এঁদের সমালোচনাগুলোকে জড়ো করলে প্রধান যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে, তা হ'ল, এই তত্ত্বের পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং এর মতাদর্শিক চেহারা।

বর্তমানের সমালোচকরা বলেন, দৈহিক বিবর্তনবাদীদের যুক্তি মেনে নিলেও – যে বিশ্বের সকল মানুষ একই প্রক্রিয়ায় বানর হতে মানুষে বিবর্তিত হয়েছে – সেই যুক্তি সাংস্কৃতিক পরিসরে প্রয়োগ করা হলে সেটা মেনে নেয়া কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, কি যুক্তিতে আমরা মেনে নিতে পারি যে পৃথিবীর সকল সমাজে বিবাহের অর্থ এক এবং অভিন্ন? তথ্যগত ভুল-ভালও রয়েছে। যেমন ধরুন মর্গানের তত্ত্ব মতে, নির্বিচার যৌন সম্পর্ক ছিল আদি অবস্থার বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থান থেকে উত্তরণ ঘটে ভাই-বোন বিয়ের মাধ্যমে। ভাই-বোন বিয়ের প্রমাণাদি তিনি পান হাওয়াই সমাজে যেখানে সকল চাচা, মামা, ফুপা এবং খালুদের একই নামে সম্বোধন করা হ'ত, বোনদের ক্ষেত্রেও তাই। এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান

হাল-আমলের সমালোচকদের মতে, এঙ্গেলস মর্গানের নড়বড়ে পদ্ধতি গ্রহণ করে পরিবারের পরিবর্তনের যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-বিরুদ্ধ। মর্গানের পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে তিনি প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমরূপ করে ফেলেছেন। এটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির

যে, ভাই-বোনদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিয়ের প্রচলন ছিল এবং সে কারণেই "পিতা" ও "চাচা"কে পৃথক করার মত কোন শব্দের উদ্ভব হয়নি। সমালোচকেরা বলেন, এই যুক্তি নড়-বড়ে। আর যদিও বা এটি হাওয়াই সমাজের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে, আমরা কেন ধরে নেব যে এই প্রচলন বিশ্বের সকল সমাজের জন্য প্রযোজ্য?

হাল-আমলের সমালোচকদের মতে, এঙ্গেলস মর্গানের নড়বড়ে পদ্ধতি গ্রহণ করে পরিবারের পরিবর্তনের যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-বিরুদ্ধ। মর্গানের পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে তিনি প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমরূপ করে ফেলেছেন। এটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির লঙ্ঘন। মর্গানের কল্যাণে এঙ্গেলসের কাজে আরো কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি দেখা গেছে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে আমরা জানতে পারি যে, ব্যক্তিমালিকানা বিহীন সমাজেও একপতিপত্নী বিবাহের প্রচলন রয়েছে। আর কেনই বা জৈবিক পিতৃত্বের সম্পর্ক নিশ্চিত করা আবশ্যিক হয়ে পড়বে সম্পদের আবির্ভাবের সাথে? এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে সমালোচকদের প্রধান অভিযোগ হ'ল, শ্রেণী এবং লিঙ্গীয় অসমতার গাঁথা একইসূত্রে গাঁথতে যেয়ে তিনি লিঙ্গীয় বৈষম্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উদঘাটনের রাস্তা কঠিন করে তুলেছেন। এতসব সমালোচনা এবং অভিযোগ সত্ত্বেও, নারীবাদীরা এঙ্গেলসের তত্ত্বকে গুরুত্ব দেন। সেটির কারণ হচ্ছে, এঙ্গেলসের প্রধান বক্তব্য: নারী অধস্তনতা স্বাভাবিক কিংবা প্রাকৃতিক কিংবা ঈশ্বর-প্রদত্ত নয়। এটি সামাজিক, এটি ঐতিহাসিক, এবং বদলযোগ্য।

সারাংশ

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদী চিন্তা অনুসারে সমাজের গঠন হচ্ছে প্রাণীর মতন: এর আছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরল আকৃতির সমাজ হয়ে ওঠে জটিল এবং পৃথকীকৃত। বিবর্তনবাদী ভাবনাচিন্তা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব খোঁজার প্রেরণা যোগায় কয়েক প্রজন্মের নৃবিজ্ঞানীদের। উনবিংশ শতকের ইংল্যান্ডে পরিবারের আদি ধরন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। নৃবিজ্ঞানী হিসেবে বর্তমানে যারা স্বীকৃত (যেমন আইনজীবী বাকোফেন, মর্গান প্রমুখ) তাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা পরিবারের উদ্ভবের অনুসন্ধান চালান। এদের মধ্যে মর্গানের তত্ত্ব বহুল পরিচিত। পরবর্তী পর্যায়ে, এঙ্গেলস মর্গানের তত্ত্বের লুক্কায়িত বিষয়গুলোকে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রম-বিভাজন এবং লিঙ্গীয় বৈষম্য ঐতিহাসিক ভাবে আন্তঃসম্পর্কিত – এই বক্তব্য স্পষ্ট করে তোলেন। গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা সত্ত্বেও নারীবাদীরা এঙ্গেলসের কাছে ঋণী কারণ তিনি নারী অধস্তনতার সামাজিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চালান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। "যোগ্যতমের টিকে থাকা" - এই ধারাটির জন্ম দেন কে?

ক. ডারউইন　　খ. স্পেনসার
গ. ফ্রাইডরিক এঙ্গেলস　　ঘ. লুইস হেনরী মর্গান

২। বিবর্তনবাদী তত্ত্বে স্বর্নযুগ বলা হয় কোন সময়টিকে?

ক. উনবিংশ শতক　　খ. বিংশ শতক
গ. আঠারো শতক　　ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন কী?

২। বিবর্তন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারণা কিভাবে আন্তঃসম্পর্কিত তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সামাজিক ডারউইনিজম কী? এটি কিভাবে জৈবিক ডারউইনিজমের সাথে সম্পর্কিত?

২। এঙ্গেলসের মতে পরিবারের ইতিহাস আছে। সমালোচকদের দৃষ্টিতে, সমস্যা হচ্ছে এটি বিবর্তনবাদী ইতিহাস। আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

পরিবার ও গৃহস্থালী
Family and Household

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- পরিবার এবং গৃহস্থালীর প্রত্যয়ন
- স্বাভাবিক পরিবারের ধারণা
- অ-পাশ্চাত্য সমাজে পরিবার গঠনের বিবিধতা
- গৃহস্থালীর বিকাশ চক্র

__পরিবার__ সংজ্ঞায়নে নৃবিজ্ঞানীরা জোর দেন বিয়ে, স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস, এবং সন্তান লালন-পালনের উপর। __গৃহস্থালী__ সংজ্ঞায়িত হয় "আবাসস্থলের একক" হিসেবে।

উনবিংশ শতকের বিবর্তনবাদীদের পরিবারের উৎস খোঁজার প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত একরৈখিক বংশীয় দল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানীগণ। এই সময়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রধান বির্তক ছিল বংশীয় দলের রাজনৈতিক-আইনী বা বিচারশাস্ত্রীয় দিকগুলো নিয়ে। এ কারণে পরিবার বা গৃহস্থালী নৃবিজ্ঞানীদের কাজে, তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় তেমন গুরুত্ব পায়নি। এসব বিষয়ের প্রতি নৃবিজ্ঞানীরা মনোযোগী হয়ে ওঠেন ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে। "পরিবার" এবং "গৃহস্থালী" এ দুটো এক নয়, এটাই ছিল প্রথম ভাবনার জায়গা। **পরিবার** সংজ্ঞায়নে নৃবিজ্ঞানীরা জোর দেন বিয়ে, স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস, এবং সন্তান লালন-পালনের উপর। **গৃহস্থালী** সংজ্ঞায়িত হয় "আবাসস্থলের একক" হিসেবে। আপনি পূর্বেই জেনেছেন শুরু থেকে নৃবিজ্ঞান ছিল পাশ্চাত্য সমাজের একটি জ্ঞানকান্ড, যেই জ্ঞানকান্ডের বিষয়বস্তু ছিল অপাশ্চাত্যের মানুষজন:'তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস। আপনারা এও জেনেছেন: পাশ্চাত্য সমাজের মানুষজন যখন ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মানুষজনের মুখোমুখি হন, তারা বহুলাংশেই সেই সমাজগুলোকে তাঁদের নিজেদের সমাজের মাপকাঠি অনুসারে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে নানান ধরনের ধারণাগত বিভ্রান্তি তৈরী হয়। পরিবার এবং গৃহস্থালী সংজ্ঞায়নে কি ধরনের তাত্ত্বিক সমস্যা সৃষ্ট হয় সেটা এই পাঠের প্রথম অংশে আলোচিত হবে। বর্তমান সময়ে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানকান্ড এসব বিষয়ের মুখোমুখি হওয়া জরুরী মনে করছে।

পাশ্চাত্য অণু পরিবার

পাশ্চাত্য সমাজে "পরিবার" বলতে বোঝায়: একজন স্বামী ও তার স্ত্রী, এবং তাদের সন্তান। সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন **অনু পরিবার**। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিতে এই অনু পরিবারের আছে কিছু আকর বৈশিষ্ট্য, যথা: পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসবাস করেন, পারিবারিক আয় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই অনু পরিবারের প্রধান কার্য হচ্ছে: সন্তান লালন-পালন। নৃবিজ্ঞানী মার্ডক-এর নিম্নোল্লেখিত সংজ্ঞায় বিষয়টা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে:

"পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক দল যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একত্রে বসবাস, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পুনরুৎপাদন। পরিবারে থাকে দুই লিঙ্গের প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি, যাদের অন্তত দুইজনের মধ্যে থাকে সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য যৌনসম্পর্ক। পরিবারে আরো থাকে, এই প্রাপ্তবয়স্ক, একত্রে বসবাসকারী

যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের অন্তত একটি সন্তান। সন্তানটি তাদের নিজেদের হতে পারে অথবা হতে পারে পালিত।"[৩]

পরিবার-সম্পর্কিত এই ধারণা পাশ্চাত্য সমাজে খুবই শক্তিশালী। ধরে নেয়া হয় এধরনের পরিবার স্বাভাবিক; এ ধরনের পরিবার শুধুমাত্র কাম্য নয়, বাস্তবেও প্রতিফলিত। সমস্যা হ'ল, পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন পরিবারের এই মডেল বিশ্বব্যাপী এবং তাঁরা পরিবারের এই সংজ্ঞা ধরে অপাশ্চাত্য সমাজগুলোতে গবেষণা চালান। কেবল মাত্র পরিবার নয়, অপাশ্চাত্য সমাজের অপরাপর সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির ব্যাপারে পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারে, এ ধারণা ৭০-এর দশকে নৃবিজ্ঞানী মহলে জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়। জাতিকেন্দ্রীক (ethnocentric) এথনোগ্রাফি রচনা, তার সমস্যা, সেটাকে বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা – এসব নিয়ে প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়। বর্তমানে অবশ্য সমস্যাটাকে শুধুমাত্র জ্ঞাতি-কেন্দ্রিকতার সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে না। দেখা হচ্ছে পাশ্চাত্য আধিপত্যের জ্ঞানগত দিক হিসেবে (অন্যান্য দিকগুলো হ'ল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক)।

ম্যালিনোস্কি লেখেন, পরিবার বিশ্বের সকল সমাজে উপস্থিত। কিন্তু ম্যালিনোস্কির পূর্বানুমান (অর্থাৎ, তিনি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছেন, অনুমান করছেন) খেয়াল করবেন; সেটি হচ্ছে যে, পরিবার মাত্রই পাশ্চাত্য পরিবার: স্বামী, স্ত্রী, এবং তাদের সন্ড়ান।

পরিবারের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। পাশ্চাত্যের নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে পরিবারের এই মডেল পৃথিবীর সকল সমাজের জন্য কার্যকরী। খ্যাতিমান নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্‌লো ম্যালিনোস্কি পাশ্চাত্য ধারণা নিয়ে এগোন, যদিও তিনি অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের নিয়ে লিখেছিলেন। ম্যালিনোস্কি লেখেন, পরিবার বিশ্বের সকল সমাজে উপস্থিত। কিন্তু ম্যালিনোস্কির পূর্বানুমান (অর্থাৎ, তিনি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছেন, অনুমান করছেন) খেয়াল করবেন; সেটি হচ্ছে যে, পরিবার মাত্রই পাশ্চাত্য পরিবার: স্বামী, স্ত্রী, এবং তাদের সন্তান। পরিবার কেন বিশ্বজনীন? এক্ষেত্রে ম্যালিনোস্কির যুক্তি ছিল, সন্তান লালন-পালনের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা যেহেতু বিশ্বজনীন, এবং যেহেতু সে চাহিদা মেটাতে পারে শুধুমাত্র পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান – এ কারণেই বিশ্বের সকল সমাজে পরিবার উপস্থিত। ম্যালিনোস্কি আরো বলেন, একই ধরনের সামাজিক একক থাকা সত্ত্বেও পরিবার অন্য সব একক থেকে স্বতন্ত্র। পরিবারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি বিশেষ ধরনের অনুভূতি (ভালবাসা, স্নেহ) থাকে। এর কারণ, একমাত্র পরিবারের সদস্যরা রক্ত (বাবা-মা এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান) এবং বিবাহ (স্বামী এবং স্ত্রী) – এই দুই সূত্রে সম্পর্কিত। জ্ঞাতি সম্পর্কের এই ঘনত্ব আর অন্য কোন একত্রে বসবাসকারী একক বা জ্ঞাতি দলে দেখা যায় না। পরিবারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, পরিবারের সদস্যরা নির্দিষ্ট স্থানে একত্রে বসবাস করেন, এবং তৃতীয়ত, পরিবার সন্তান লালনপালনের কার্য সম্পাদন করে। ম্যালিনোস্কির দৃষ্টিতে পরিবারের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি একটি সীমানা-নির্দিষ্ট সামাজিক একক। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিবাহিত পুরুষ কিংবা নারীর যৌনক্রিয়া বিয়ের সম্পর্কের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে, একজন পুরুষের আয় বণ্টিত হয় পরিবারের ভিতরে।

ম্যালিনোস্কি যেভাবে সর্বজনীন পরিবারের সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছিলেন, নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সেটা অনুসরণ করেননি। তিনি বলেছেন "মৌলিক পরিবার"-এর কথা। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন মৌলিক পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: "একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রী, এবং তাদের একটি অথবা একাধিক সন্তান। তাঁরা সকলে একত্রে বসবাস করতেও পারেন, নাও পারেন"।[৪] যদিও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ধরে নেননি পরিবার মাত্রই একটি একত্রে বসবাসকারী একক কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পরিবারের ধারণা পাশ্চাত্য অণু পরিবারকে ধারণ করে (একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রী)। বর্তমানের নৃবিজ্ঞানীরা সে কারণে তার পরিবারের ধারণাকে অপর্যাপ্ত মনে করেন।

বাস্তবে এমন বহু পরিবার আছে যেখানে একই সাথে বসবাস করেন দাদা/দাদী বা নানা/নানী, বাবা-মা'র ভাই-বোন, সন্তানদের স্ত্রী কিংবা স্বামী। এমনকি, এমনও হতে পারে যে একইসাথে বসবাস করছেন এমন মানুষজন যাঁরা জ্ঞাতি নন।

[৩] Ladislav Holy, *Anthropological Perspectives on Kinship*, London: Pluto Press, 1996, p. 54 এ উদ্ধৃত।

[৪] Ladislav Holy, *Anthropological Perspectives on Kinship*, London: Pluto Press, 1996, p. 55 এ উদ্ধৃত।

জাতি-কেন্দ্রিকতার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল ১৯৭০ এর দশকের বিশ্বব্যাপী রাজনীতির পরিসরে: ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মার্কিনী আগ্রাসন, ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কিছু নৃবিজ্ঞানীদের মার্কিন সরকারের সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন। বৃহত্তর এই প্রেক্ষিতে, নৃবিজ্ঞানে কিছু বদল ঘটল। নিজ (পাশ্চাত্য) সমাজ হয়ে উঠল নৃবিজ্ঞানীর গবেষণার ক্ষেত্র। যা স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন শুরু হ'ল। পরিবার প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানীদের কাজ থেকে ধরা পড়ল দুটি জিনিস। একটি হচ্ছে, পাশ্চাত্য সমাজে অণু পরিবার স্বাভাবিক, এ ধারণা শক্তিশালী হলেও বাস্তবে এমন বহু পরিবার আছে যেখানে একই সাথে বসবাস করেন দাদা/দাদী বা নানা/নানী, বাবা-মা'র ভাই-বোন, সন্তানদের স্ত্রী কিংবা স্বামী। এমনকি, এমনও হতে পারে যে একইসাথে বসবাস করছেন এমন মানুষজন যাঁরা জ্ঞাতি নন। যেমন ধরুন, বন্ধু, ভাড়াটিয়া। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিকতার ধারণা শ্রেণী আধিপত্যের সাথে যুক্ত। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অণু পরিবার শুধুমাত্র আদর্শ নয়, বাস্তবও বটে। প্রথাগত নৃবিজ্ঞানে পরিবারের সাথে শ্রেণীর যুক্ততা এবং শ্রেণী আধিপত্যের প্রসঙ্গগুলোকে আড়াল করা হয়েছিল।

অ-ইউরোপীয় সমাজের পরিবার

'পাশ্চাত্য সমাজ' একটি প্রত্যয়। প্রত্যয় বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এটি মৌলিক কিছু অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গঠনকে বুঝতে সাহায্য করে। এই গঠন বিগত চার শতকের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়েছে। এই গঠন সমরূপ নয়। জাতিভিত্তিক (উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজ, জার্মান), ধর্মীয় (উদাহরণ স্বরূপ, ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট), ভাষাগত (উদাহরণস্বরূপ, ফরাসী, ডেনিশ) এবং সাংস্কৃতিক (উদাহরণস্বরূপ, উত্তর বা দক্ষিণ ইউরোপ) ভিন্নতা রয়েছে । বিভিন্ন অঞ্চলের আছে নির্দিষ্ট ইতিহাস; অঞ্চলের ভিতরে, এবং অপর অঞ্চলের সাথে, রয়েছে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্পর্ক। ভিন্নতা এবং নানান ধরনের জটিলতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সমাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে একীভূত: আলোকময়তা, পুঁজিবাদ, যৌক্তিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতা। বর্তমান বিশ্বে ক্ষমতার যে সম্পর্ক বিরাজমান, তার প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য ও অ-পাশ্চাত্য সমাজের দ্বিবিভাজন অর্থবহ। নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ এবং আরো অনেকে, এই যুক্তি দাঁড় করান। অ-পাশ্চাত্য সমাজের যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা (জাতিভিত্তিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি) পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিস্তার তাকে একই সাথে ধ্বংস করেছে এবং পুনরায় গঠিত করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধ্বংস এবং পুনর্গঠনের এই প্রক্রিয়া অ-পাশ্চাত্য সমাজের সংস্কৃতিগুলোকে সমরূপ করে তুলছে, আবার একইসাথে নতুন নতুন ভিন্নতা ও বিভাজন সৃষ্টি করছে।

ভিন্নতা এবং নানান ধরনের জটিলতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সমাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে একীভূত: আলোকময়তা (enlightenment), পুঁজিবাদ, যৌক্তিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতা।

পরিবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। নীচে ঘানার মাতৃসূত্রীয় আশান্টি জাতির একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হল। আশান্টি পরিবার মাতৃসূত্রীয়। বিয়ের পর স্বামী এবং স্ত্রী সংসার গড়েন না; তারা বিয়ের পূর্বে যেভাবে নিজ-নিজ মাতৃসূত্রীয় পরিবারে থাকতেন, বিয়ের পরও সেভাবে থাকেন। স্বামী এবং স্ত্রীর এই পৃথক বসবাস স্বল্পকালীন কিছু নয় বরং আজীবনের। খুব স্পষ্টতই আশান্টি সমাজের পরিবার গঠন প্রথা পাশ্চাত্য সমাজের পরিবারের মডেল থেকে খুব ভিন্ন। উপরন্তু, এটি পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানীদের তৈরি করা পরিবারের বিশ্বজনীন সংজ্ঞা এবং আকর বৈশিষ্ট্যকে চ্যালেঞ্জ করে।

কেস স্টাডি : মাতৃসূত্রীয় আশান্টি জাতি[৫]

[৫] Ladislav Holy, *Anthropological Perspectives on Kinship*, London: Pluto Press, 1996, p. 54 এ উদ্ধৃত।

আশান্টি সমাজের গৃহস্থালী সদস্য সাধারণত হন: একজন নারী, তার ভাই, তার পুত্র এবং কন্যা, এবং তার কন্যার সন্তানেরা। এই নারীর স্বামী বসবাস করেন তার নিজ গৃহস্থালীতে। স্বামীর গৃহস্থালীর অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন: তার বোন, হয়ত তাদেরই আরেক ভাই, তার বোনের সন্তানেরা এবং তার কন্যার সন্তানসকল। স্বামী ও স্ত্রীর গৃহস্থালী কাছাকাছি অবস্থিত, এতে সহবাস এবং অন্যান্য সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রায় ৮০ শতাংশ বিয়ে একই গ্রামে ঘটে থাকে। স্বামী তার স্ত্রীর গৃহস্থালীতে নিয়মিত আসা যাওয়া করেন, এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। সহবাসের সম্পর্ক বাদে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘটে আর্থিক বিনিময়। স্ত্রী নিয়মিত তার স্বামীর জন্য রান্না করে। আশান্টি গ্রামের চিরাচরিত দৃশ্য হচ্ছে: প্রতি সন্ধ্যায় পুটলি হাতে ছোট ছোট মেয়েদের দেখা যায়। গ্রামের কন্যারা নিজ নিজ পিতার জন্য মায়ের হাতে রান্না করা খাবার নিয়ে যায়। স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের খাওয়া-পরা সরবরাহ করা। যদি তিনি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে তার স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি জানাতে পারেন। পক্ষান্তরে, স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য খাবার রান্না না করেন অথবা তার সাথে সহবাসে রাজী না হন তাহলে স্বামীও তালাক চাইতে পারেন। এর থেকে বোঝা যায় যে বিয়ের সম্পর্ক স্বামী এবং স্ত্রী, দুজনকেই দেয় কিছু আর্থিক অধিকার এবং দায়িত্ব। কিন্তু বিয়ের চাইতেও শক্তিশালী অর্থনৈতিক একক হচ্ছে মাতৃসূত্রীয় গৃহস্থালী। একজন পুরুষ কখনোই চাষবাসের জন্য তাঁর ছেলেদের থেকে শ্রম দাবি করতে পারেন না। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে, ঋণ পরিশোধের জন্য পিতা হিসেবে তিনি তাদের সাহায্য চাইতে পারেন না। যদি কখনও এ ধরনের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি একমাত্র তার ভগ্নীপুত্রের শরণাপন্ন হতে পারেন যাঁদের সাথে তিনি একত্রে বসবাস করেন।

এ অব্দি আলোচনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট। একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর প্রাথমিক পর্যায়ের নৃবিজ্ঞান, জ্ঞাতিত্বের বহির্গৃহী (extra-domestic) দিকের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছিল। অর্থাৎ, "আদিম" সমাজের বৃহত্তর পরিসরে জ্ঞাতিত্ব কি কার্য সম্পাদন করে থাকে, এর গুরুত্ব এবং অর্থ কি, এ সকল বিষয় নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগের জায়গা ছিল। *বংশধারা এবং মৈত্রীবন্ধন* তত্ত্ব এই সময়কালের সৃষ্টি। পরবর্তী পর্যায়ে, ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে, *পরিবার* এবং *গৃহস্থালী* – এসব বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীরা নজর দেন। পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করা হয় রক্ত ও বিবাহ-সূত্রে সৃষ্ট জ্ঞাতি দল হিসেবে। পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নেন মূল পরিবার হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী দ্বারা গঠিত পরিবার। সামাজিক সংগঠনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে বিবাহিত দম্পতি এবং তাদের নিজ (বা পালিত) সন্তান। কিন্তু ধীরে-ধীরে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজ সমাজের ভাবনা-চিন্তা থেকে মুক্ত নন। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিজ সমাজের ধ্যান-ধারণা (পরিবার গঠিত হয় বিয়ের মাধ্যমে, স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে বসবাস স্বাভাবিক ও কাম্য) অন্যান্য সমাজে রপ্তানি করেন। এই উপলব্ধি থেকে সৃষ্ট নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানজাগতিক সংকটের মীমাংসার চেষ্টা চলে। কিছু নৃবিজ্ঞানী প্রস্তাব করেন যে, পরিবার এবং গৃহস্থালী, সর্বকাল ও সর্বস্থানের জন্য সত্য, এটি ধরে নেয়া ঠিক হবে না। পাশ্চাত্য সমাজে পরিবার যে কার্য সম্পাদন করে থাকে, হয়ত অপাশ্চাত্যের কোন সমাজে অন্য কোন জ্ঞাতিদল সেই কার্য পালন করে থাকে। তাঁরা সাংস্কৃতিক নির্দিষ্টতার উপর জোর দেন। অপর কিছু নৃবিজ্ঞানী এ ধরনের নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পাশ্চাত্য সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিস্তারের তৎপরতা হিসেবে দেখেন। তাঁরা বলেন, এই তত্ত্বগুলো সূক্ষ্মভাবে পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধকে স্বাভাবিকত্বের মানদন্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই কারণে, তাঁরা মনে করেন ভবিষ্যতের নৃবিজ্ঞান গড়ে ওঠা উচিত পাশ্চাত্য আধিপত্য এবং অপাশ্চাত্য অধস্তনতার সম্পর্ককে ঘিরে।

গৃহস্থালী ও তার বিকাশ চক্র

নৃবিজ্ঞানী মেয়ার ফোর্টস গৃহস্থালীর পরিবর্তে **গৃহী দল** (domestic group) শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। ফোর্টসের মতে গৃহী দল এবং পরিবার, এ দুটো ভিন্ন আবার আন্তঃসম্পর্কিত। ফোর্টস বলেন, নৃবিজ্ঞানীরা কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে মাঠ-গবেষণা করেন। তাঁরা গবেষণা ক্ষেত্রে বিচিত্র ধরনের পরিবার দেখতে পান। অনেক সময় এই বৈচিত্র্য দেখে তাঁরা হকচকিয়ে যান। তাঁরা বুঝতে ব্যর্থ হন যে,

আসলে এত ধরনের পরিবার বা বসবাসের ধরন একই পরিবারের ভিন্ন-ভিন্ন মুহূর্তের রূপ। পরিবার অনড়, অটল নয়। বরং পরিবর্তনীয়। গৃহী দল বাড়ে, পরিবর্তিত হয়, বিলুপ্ত হয়ে যায়। গৃহী দলের এই পরিবর্তনশীল রূপ কোন একটি নির্দিষ্ট মৌলিক পরিবারের বিকাশ-চক্রের একটি বিশেষ মুহূর্ত মাত্র। ফোর্টসের মতে, প্রতিটি গৃহী দলের বিকাশ চক্রের তিনটি পর্যায় লক্ষণীয়। প্রথম ধাপ হচ্ছে (ক) সম্প্রসারণ। একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর বিয়ের মাধ্যমে গৃহী দলের সম্প্রসারণের সূত্রপাত ঘটে। এই ধাপ জৈবিক ভাবে নির্ধারিত। স্ত্রীর (অথবা স্ত্রীকুলের) মাসিক বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে গৃহী দলের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাঠামোগত দিক দিয়ে, এই পর্যায়ে সকল সন্তান বাবা-মায়ের ওপর নানাভাবে – যেমন অর্থনৈতিকভাবে তেমনি অনুভূতির দিক দিয়ে, আবার আইনী-বিচারশাস্ত্রীয় অর্থে – নির্ভরশীল। (খ) গৃহীদলের বিকাশ চক্রের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে বিভাজন । এই পর্যায়টি পূর্বের ধাপের বিপরীত: এ পর্যায়ে গৃহী দল ছোট হয়ে যায়। এই ধাপের সূত্রপাত ঘটে যখন সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তানের বিয়ে হয় এবং শেষ হয় সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বিয়ের সাথে। (গ) গৃহী দলের বিকাশ চক্রের তৃতীয় ধাপ হচ্ছে পুনঃস্থাপন। অর্থাৎ, জনক-জননীর মৃত্যু ঘটে এবং তাদের সন্তানেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হন। যে সকল সমাজে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়ি পেয়ে থাকে, সেখানে এরই মাধ্যমে তৃতীয় ধাপের শুরু।

*বর্তমানে নৃবিজ্ঞানীরা প্রায় একমত যে, কে কোন **গৃহস্থালী**র সদস্য তা নির্ভর করে তিনটি প্রশ্নের উত্তরের ওপর: আপনি কি সেখানে ঘুমান? আপনি কি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন? আপনার আয় কি সেই গৃহস্থালীতে দেয়া হয়?*

বর্তমানে নৃবিজ্ঞানীরা প্রায় একমত যে, কে কোন **গৃহস্থালী**র সদস্য তা নির্ভর করে তিনটি প্রশ্নের উত্তরের ওপর: আপনি কি সেখানে ঘুমান? আপনি কি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন? আপনার আয় কি সেই গৃহস্থালীতে দেয়া হয়? কিন্তু বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছাড়া গৃহস্থালীর আরো কার্য থাকতে পারে। যেমন, সত্তা বা পরিচিতি-গঠন। কিংবা, গৃহস্থালী হতে পারে জীবনের বিভিন্ন কাল উদ্‌যাপনের স্থান বা পরিসর। যথা শিশুকাল, বয়সন্ধিকাল ইত্যাদি। অথবা, সম্পত্তিতে কার কতখানি অধিকার আছে সেটার হিসেব-নিকেশের জায়গা হতে পারে গৃহস্থালী। কিংবা, সেটা হতে পারে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ধরে রাখা ("এইখানে তোর দাদীর কবর...") বা তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্থান। কিন্তু তার মানে কি এই যে, যে স্থানে এধরনের কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে তা মাত্রই গৃহস্থালী? উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশী হিসেবে (শিক্ষিত) সত্তা বা পরিচিতি গঠনের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্কুল। তার মানে কি স্কুলও গৃহস্থালী? নৃবিজ্ঞানীরা বলবেন, না। ওপরে উল্লেখিত তিনটির যে কোন একটি কার্যাবলী সম্পাদন গৃহস্থালী এবং তার সদস্যদের চিহ্নিত করার রাস্তা বাতলে দেয়।

নিচে উপস্থাপিত জাপানের কেস স্টাডিটি গৃহস্থালীর বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা যে ভ্রান্ত, সেটিকে স্পষ্ট করে। পড়ে দেখুন:

কেস স্টাডি : পরিবার ও গৃহস্থালী সংক্রান্ত জাপানী সাংস্কৃতিক প্রত্যয়[৬]

মজার ব্যাপার হল, জাপানে পরিবার এবং গৃহস্থালী একেবারে ভিন্ন। শুধু তাই নয়, জাপানে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক প্রত্যয় আছে যা কিনা মানুষজনকে নানান দলে অন্তর্ভুক্ত করে। জাপানি জ্ঞাতি দল, বা বসবাসকারী এককের ধারণা পাশ্চাত্য সমাজের পরিবার এবং গৃহস্থালীর ধারণা বা অনুশীলন হতে একেবারে ভিন্ন। "শতাই" (shotai) হচ্ছে তারা যারা একসাথে জীবনযাপনের খরচপাতি করে থাকে। এমনও হতে পারে, তাদের মধ্যে কোন জ্ঞাতি সম্পর্ক নেই। "কাজোকু" (kazoku) হচ্ছে এমন একটি দল যাদের মধ্যে ঐক্য আছে। তারা একত্রে বসবাস নাও করতে পারে। যেমন ধরুন প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র যে বাবা-মা'র সাথে থাকে না কিন্তু সে কাজোকুর অন্তর্ভুক্ত। "ইয়ে" (ie) বলতে বোঝায় বাড়ি (দালান-কোঠা অর্থে) এবং এর একাধিক মৃত, এবং বর্তমান, প্রজন্ম। প্রতি প্রজন্মে থাকবে শুধুমাত্র একটি বিবাহিত দম্পতি। "দোজকু" (dozoku) হচ্ছে আরো বড়সড় জ্ঞাতি দল। এর অন্তর্ভূক্ত ইয়ে এবং ইয়ে'র দুই একটি

[৬] Roger Sanjek, "Household," in Alan Barnard and Jonathan Spencer (eds) *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*, London: Routledge, 1996, pp. 285-287.

শাখা (ধরুন আরেকজন পুত্র ও তার পরিবার) কিন্তু সকল শাখা-প্রশাখা না। "শিন্সকেই" (shinskei) তে অন্তর্ভূক্ত ইয়ে এবং বিবাহিত কন্যাসকল।

এখন প্রশ্ন হল: জাপানি জ্ঞাতি ব্যবস্থায় কোনটাই বা "পরিবার" আর কোনটাই বা "গৃহস্থালী"? পরিবার এবং গৃহস্থালী থাকতে বাধ্য, সকল সমাজে এগুলো আছে, এভাবে না এগিয়ে হাল আমলের কিছু নৃবিজ্ঞানীর মনে হবে, জাপানি সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের সাহায্যে জাপানি সামাজিক সংগঠন বুঝতে চেষ্টা করাটা আরো অর্থবহ। বিষয়টি নিয়ে আপনাকে ভাবতে অনুরোধ করছি।

সারাংশ

পরিবার এবং গৃহস্থালী নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগ পেয়েছে বহু পরে, বিংশ শতকের শেষ অর্ধে। পরিবার এবং গৃহস্থালী নিয়ে যেসব তত্ত্ব তৈরির কাজ, এবং মাঠগবেষণা ভিত্তিক কাজ শুরু হয় তা পরবর্তী কালে জাত্যাভিমানাত্মক হওয়ার কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন পরিবারের কিছু আকর বৈশিষ্ট্য আছে, পরিবার কিছু আকর ভূমিকা পালন করে, যা বিশ্বের যাবতীয় ভিন্নতাকে (বিশ্বের এক অঞ্চল হতে আরেক অঞ্চলের সামাজিক এবং কৃষ্টিগত ভিন্নতা) ছাপিয়ে যায়। সমালোচকদের দৃষ্টিতে, যে বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানো হয়েছিল সেগুলো ছিল পার্শ্বিক; এই সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তি ছিল পাশ্চাত্য সমাজের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, সেখানকার ঘটনা। পাশ্চাত্য সমাজে যা স্বাভাবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তার ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা তৈরী করেন পরিবার এবং গৃহস্থালীর বিশ্বজনীন সংজ্ঞা। হাল আমলের কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে, এ ধরনের নৃবৈজ্ঞানিক কাজ পাশ্চাত্য সমাজকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানদন্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। "মৌলিক পরিবার" -এর কথা কে বলেছেন?

ক. লুইস হেনরী মর্গান — খ. ম্যালিনোস্কি

গ. র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন — ঘ. স্যার এডমন্ড আর লীচ্

২। নিচের কোন নৃবিজ্ঞানী গৃহস্থালীর পরিবর্তে গৃহীদল (domestic group) শব্দ দুটি ব্যবহার করেন?

ক. মেয়ার ফোর্টস — খ. ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ

গ. ডেভিড এম শ্নাইডার — ঘ. ভিক্টর টার্নার

৩। নিচের কোন দেশে মাতৃসূত্রীয় আশান্টি জাতি বাস কফর?

ক. নাইজেরিয়া — খ. লিবীয়া

গ. মোজাম্বিক — ঘ. ঘানা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পরিবার এবং গৃহস্থালীর পার্থক্য কী?

২। গৃহস্থালীর বিকাশ চক্র কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবারের প্রভাবশালী সংজ্ঞা পাশ্চাত্য-কেন্দ্রীক। আলোচনা করুন।

২। মেয়ার ফোর্টসের গৃহী দলের ধারণা সাংস্কৃতিক নির্দিষ্টতা বুঝতে সাহায্য করে না। জাপানি সমাজের উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করুন।

অনুশীলনী ১: নিচের বাঙ্গালি সাংস্কৃতিক প্রত্যয়গুলোর অর্থ কি? কি ধরনের সম্পর্ক নিচে উল্লেখিত সমষ্টির মানুষজন/সদস্যদের মধ্যে থাকতে পারে? কারা এই দলের অর্ন্তভুক্ত, কারা এর বাইরে? কোন কোন প্রত্যয়ের কি একাধিক অর্থ আছে (যেমন ধরুন, "ঘর")?

গোষ্ঠী/বংশ

বাড়ি

শরীকী

হিস্যা

পরিবার

ঘর

চুলা

অনুশীলনী ২ : ২ নম্বর ইউনিটের ৩ নম্বর পাঠে জ্ঞাতি সম্পর্কের যে চিত্র রয়েছে সেটি অনুসরণ করে আপনার গৃহস্থালী সদস্যদের একটি চিত্র তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

পরিবারের ধরন
Forms of the Family

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- প্রথাগত নৃবিজ্ঞানে পরিবারের শ্রেণীকরণের মূলনীতি
- নতুন তাত্ত্বিক ধারায় পরিবার সমাজের অপরাপর সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়
- অপাশ্চাত্য পরিবার ইউরোপীয় আগ্রাসন এবং পুঁজিবাদের কারণে পরিবর্তিত হয়েছে

"পরিবারের ধরন" – পাঠের বিষয় হিসেবে এটিকে খুব স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। তার কারণ, আমরা ছোটবেলা থেকে পাঠ্য পুস্তকে প্রায় যে কোন জিনিসের বিভিন্ন "ধরন" কি তাই শিখে থাকি: প্রাণীর ধরন, সরকার ব্যবস্থার ধরন, অর্থনীতির ধরন ইত্যাদি। যে কোন কিছুকে – তা হোক প্রাণী কিংবা বস্তু – মূলনীতির ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হচ্ছে জ্ঞান আহরণের একটি বিশেষ পদ্ধতি। সাম্প্রতিককালের সমালোচকদের অভিমত হলো, এটি পাশ্চাত্যীয় জ্ঞান তত্ত্বের মূলনীতি। সে প্রসঙ্গ থাক। এই ধারা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে প্রভাবশালী ছিল, প্রায় একশ' বছর। এই ধারায় পরিবারকে কিভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে তার সাথে আপনার পরিচয় ঘটানো হবে এই পাঠে। পরিবারকে শ্রেণীকরণের মূলনীতি একটি ছিল না। কোন্ কোন্ জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত এই মূলনীতি এক ধরনের শ্রেণীকরণের জন্ম দিয়েছে: বর্ধিত, একক, যুক্ত। আবাসস্থান এবং বংশসূত্রিতা, এবং এর নানান ধরনের বিন্যাস বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীকরণের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। আবাসস্থান এবং বংশসূত্রিতার ভিত্তিতে সৃষ্ট শ্রেণীকরণ এই পাঠে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে না। কেবলমাত্র বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীর তৈরি করা সংজ্ঞাগুলো তুলে ধরা হবে। এই ধারার কাজের প্রধান সমালোচনা হচ্ছে এটি অনৈতিহাসিক। এই ধারার কাজ কেবলমাত্র কিছু বর্গ তৈরি করে যা থেকে মনে হয় পৃথিবীতে বিশেষ ধরনের পরিবার রয়েছে এবং এগুলি চিরন্তন। বর্গের ভিত্তিতে তৈরি করা শ্রেণীকরণ পরিবর্তনকে এবং বিবিধতাকে বুঝতে সাহায্য করে না। সমালোচকদের মতে, এ ধারার নৃবিজ্ঞানীরা বিবিধতার সম্মুখীন হয়ে আরেকটি শ্রেণীকরণের জন্ম দিয়েছেন মাত্র; প্রধান সমস্যা, যথা – বর্গ, সামাজিক জীবন এবং বিবিধতা কিংবা কি প্রক্রিয়ায় এর পরিবর্তন ঘটে, এ প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে গেছেন। এই পাঠের দ্বিতীয় অংশে ভিন্ন ধারার কাজ উপস্থাপিত হবে। একটি কেস স্টাডি রয়েছে, যেখানে, আলোকপাত করা হবে কিভাবে মজুরি-নির্ভরতা উপনিবেশকালীন বাংলায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পৃথকীকরণের সূত্রপাত ঘটায়।

যে কোন কিছুকে – তা হোক প্রাণী কিংবা বস্তু – মূলনীতির ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হচ্ছে জ্ঞান আহরণের একটি বিশেষ পদ্ধতি। অনেকে বলবেন, এটি পাশ্চাত্যীয় জ্ঞান তত্ত্বের মূলনীতি। সে প্রসঙ্গ থাক। এই ধারা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে প্রভাবশালী ছিল।

বর্ধিত, একক, একান্নবর্তী

পরিবারের ধরনের একটি শ্রেণীকরণ হচ্ছে: বর্ধিত, একক এবং একান্নবর্তী। এই বিশেষ শ্রেণীকরণ অপরাপর শ্রেণীকরণ যেমন বিবাহ-পরবর্তী বিবাহিত দম্পতির অবস্থানের শ্রেণীকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বর্ধিত পরিবার (extended family): নৃবিজ্ঞানীরা বর্ধিত পরিবার সম্বন্ধে নানাবিধ সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, বর্ধিত পরিবারের সংজ্ঞায়নে তারা গুরুত্ব দিয়েছেন দুটো বিষয়ের উপর: কেউ কেউ এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে গুরুত্বারোপ করেছেন "নিকট আত্মীয়ের" উপস্থিতির উপর। তাঁদের সংজ্ঞা অনুসারে, বর্ধিত হচ্ছে সেই পরিবার যেখানে একত্রে বসবাস করছেন একটি বিবাহিত দম্পতি, তাদের সন্তানাদি এবং নিকট আত্মীয়। অপর কিছু নৃবিজ্ঞানী বর্ধিত পরিবারের সংজ্ঞায়নে গুরুত্ব দিয়েছেন, "প্রজন্ম"-এর উপর। তাঁদের মতে বর্ধিত পরিবার হচ্ছে সেটি যেখানে বিবাহিত দম্পতি, তাদের বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তান, আর নাতি-নাতনী একত্রে

বর্ধিত হচ্ছে সেই পরিবার যেখানে একত্রে বসবাস করছেন একটি বিবাহিত দম্পতি, তাদের সন্তানাদি এবং নিকট

বসবাস করেন। অর্থাৎ, তিন অথবা তারও অধিক প্রজন্মের একত্রে বসবাস হচ্ছে বর্ধিত পরিবার। সাধারণত, পাশ্চাত্যে প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লেখা নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যবইতে বর্ধিত এবং একক পরিবার – এই দুই ধরনের পরিবারের তুলনা হাজির করা হয়।

একক পরিবার হচ্ছে সবচাইতে 'স্বাভাবিক' – এই ধারণা সে সব দেশগুলোতে শক্তপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং শুধুমাত্র সামাজিক ধ্যান-ধারণা নয়, এই ধরনের পরিবার রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারাও সংরক্ষিত।

একক পরিবার (nuclear family) : পাশ্চাত্য দেশের সমাজগুলোতে একক পরিবার অর্থাৎ, স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানের একত্রে বসবাস, "আদর্শ" এবং "বাস্তব" দুটোই। একক পরিবার হচ্ছে সবচাইতে 'স্বাভাবিক' – এই ধারণা সে সব দেশগুলোতে শক্তপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং শুধুমাত্র সামাজিক ধ্যান-ধারণা নয়, এই ধরনের পরিবার রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারাও সংরক্ষিত। নৃবিজ্ঞানের সাধারণ পাঠ্যবইতে বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যে, একক ও বর্ধিত, এ দুই ধরনের পরিবারের কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা, দুই-ই আছে। তুলনা হাজির করা হয় এভাবে: বর্ধিত পরিবারে রয়েছে অর্থনৈতিক সুবিধা (সকলে সংসারের খরচপাতির ভাগীদার), নিরাপত্তা (অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণে পরিবারের মানুষজন একা হয়ে পড়ে না) এবং সমষ্টিবদ্ধতা (সকলে মিলে মিশে থাকে)। আরও লেখা হয়ে থাকে, সদস্য সংখ্যা বেশি হবার কারণে এবং বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ পরিবারের সদস্য হবার কারণে, বর্ধিত পরিবার আরও বেশি নমনীয়। বেশি কাজের চাপ থাকলে পরিবারের সদস্যরা তা ভাগাভাগি করে নেন। উৎপাদিত ফসলাদি সবাই মিলে ভোগ করেন। বর্ধিত পরিবারের অসুবিধার তালিকায় সাধারণত উল্লেখিত হয় এসব বিষয়: ব্যক্তিক উদ্যমের অভাব, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োকনিষ্ঠদের মাঝে টানাপোড়েন, পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের আধিপত্য অর্থাৎ নেতৃত্ব প্রদানের ব্যক্তিগত গুণাবলী থাকুক বা না থাকুক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটিই পরিবারের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, প্রাইভেসির অভাব।

পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ (পিতা অথবা বড় ভাই) পারিবারিক সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র, অন্যান্য পুরুষ অংশীদারদের সম্মতি ছাড়া তিনি পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রি বা বিভাজিত করতে পারেন না।

একান্নবর্তী পরিবার (joint family): পাশ্চাত্যের একক পরিবার হতে খুবই ভিন্নভাবে গঠিত একান্নবর্তী পরিবার যা পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বিস্তৃত। হিন্দু সমাজে, পরিবার মাত্রই একান্নবর্তী বা যৌথ। যৌথপনা রাষ্ট্রীয় আইন এবং প্রথা দ্বারা সমর্থিত। জন্মসূত্র মতে সকল পুরুষের পারিবারিক সম্পত্তিতে আছে সমান অধিকার। পরিবারের সকল নারীর – জন্মসূত্রে কিংবা বিয়ের সূত্রে – আছে পরিবার দ্বারা ভরণপোষণের অধিকার। আইনত, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ (পিতা অথবা বড় ভাই) পারিবারিক সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র, অন্যান্য পুরুষ অংশীদারদের সম্মতি ছাড়া তিনি পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রি বা বিভাজিত করতে পারেন না। বিবাহিত পুত্র, স্ত্রী এবং সন্তানসহ বসবাস করে বাবা-মার সংসারে, এক অন্ন গ্রহণের মধ্য দিয়ে যৌথপনা প্রকাশিত হয়। কন্যাদের বিয়ের খরচ মেটানো হয় যৌথ সম্পত্তি হতে। যদিও যৌথ সম্পত্তির যে কোন অংশীদার চাইলে তার হিস্যা আলাদা করে নিতে পারেন, এবং তা আইনীভাবে স্বীকৃত, সচরাচর তা ঘটেনা। অন্তত বাবার জীবদ্দশায় তো নয়ই। বরং, ভারতের গ্রামাঞ্চলে বহুক্ষেত্রে এমন যৌথ পরিবার পাওয়া যায় যেখানে কয়েক পুরুষ ধরে সম্পত্তি একীভূত। যদি বিভাজন ঘটে, হয়তো কোন প্রয়োজনে বা ঝগড়া-ফ্যাসাদের কারণে, বৃহত্তর যৌথ পরিবার ভেঙ্গে তার স্থলে গঠিত হয় আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ পরিবার। এই ছোট যৌথ পরিবারগুলো আবার ধীরে ধীরে বড় যৌথ পরিবারে পরিণত হয়। যৌথ পরিবারের এই বর্ণনা নৃবিজ্ঞানী লিওনহার্ট লিখেছিলেন ১৯৬৪ সালে। তিনি আরও লিখেছিলেন, পাশ্চাত্য সমাজে পরিবার অ-বৃদ্ধিযোগ্য কিন্তু ভারতে তা নয়।

আফ্রিকার বহুস্ত্রী গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের যৌথপনা লক্ষণীয়। সেখানে প্রতিটি স্ত্রীর নিজস্ব ঘর থাকে যেখানে তিনি তার সন্তানসহ বসবাস করেন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, এ ধরনের পরিবারে বাবার মাধ্যমে পরিবারের সকলে একীভূত হন, আর মার মাধ্যমে হন বিভাজিত। তবে, পারিবারিক এবং দৈনন্দিন বহু কাজ স্ত্রীরা একত্রে করেন। আফ্রিকার যে সকল অঞ্চলে বহুস্ত্রী প্রথার প্রচলন রয়েছে সেসব এলাকায় দেখা গেছে যে, সকল পুরুষ বহু বিবাহ করেন না, এই প্রথা কেবলমাত্র বিত্তবান এবং ক্ষমতাশালী পুরুষদের জন্য রক্ষিত। নৃবৈজ্ঞানিক সাহিত্যে বহুস্ত্রী গ্রহণের ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে: বহুস্ত্রী গ্রহণের ফলে একজন বিত্তবান এবং ক্ষমতাশালী পুরুষের ক্ষমতা বিকশিত হয় যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে তিনি অপরাপর গোষ্ঠীর সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন; বহুস্ত্রী থাকার ফলে তিনি বহু সন্তানের জনক হন যাদের শ্রম ক্ষমতার

অধিকারী তিনি; সন্তানদের বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তার আত্মীয় গোষ্ঠী বৃদ্ধি পায়, এর ফলে তার ক্ষমতার জাল সমাজে আরও বিস্তৃত হয়। নৃবিজ্ঞানীরা আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন, আফ্রিকান সমাজে দেখা যায় যে, মা যতদিন সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান, ততদিন (অনেক ক্ষেত্রে, প্রায় দুই বছর) স্ত্রীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞা পালন করা হয়। বহু বিবাহ প্রথা সহবাসের নিষেধাজ্ঞার চাপ লাঘবে সাহায্য করে।

যৌথপনা মাতৃসূত্রীয় সম্পর্কের ভিত্তিতেও সংগঠিত হতে পারে। মেলানেশিয়ার **দবু**-দের ক্ষেত্রে তাই। বিবাহের আগ পর্যন্ত ভাই-বোন একই বাড়িতে বসবাস করেন কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পর, পুরুষটি তার বোনের বাড়িতে আর কখনও যান না। এ কারণেই মাতৃসূত্রীয় দল সুসু'র কোন বাসস্থানিক ভিত্তি নেই। একটি বিবাহিত নারী ও পুরুষের সন্তানেরা তাদের পিতার ক্ষেতের ধান খেতে পারে না; মাছ ধরার যন্ত্রপাতি এমনকি নৌকাগুলোও শুধুমাত্র সুসু'র সদস্যরা ব্যবহার করতে পারেন, এগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও প্রবাহিত। সুসু'র আছে অর্থনৈতিক ভিত্তি, যা বিয়ে সূত্রে গঠিত পরিবারের নেই। নিজ সুসুর সদস্য বাদে দবুবাসীরা অপর দবুবাসীদের সন্দেহ করেন, শত্রুভাবাপন্ন মনে করেন। স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন সুসুর হওয়ার কারণে বিয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সম্পর্ক হয় শত্রুভাবাপন্ন। একে অপরকে সন্দেহ করে, ভাবে অন্যজন যে কোন মুহূর্তে যাদুটোনার সাহায্যে তার ক্ষতি করতে পারে, তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। কেউ মারা গেলে তার লাশ এবং মাথার খুলি তার সুসুর কাছেই হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির নাম নির্ধারণ করে তার সুসু, তার সামাজিক মর্যাদাও সুসু অনুসারে নির্ধারিত হয়। স্বামী কিংবা স্ত্রী কিংবা বাবা-মা মারা গেলে মৃত ব্যক্তির গ্রামে কেবলমাত্র সুসুর সদস্য ঢুকতে পারে।

বর্ধিত বা একান্ন পরিবার ভিত্তিক সমাজগুলোতে, বিয়ে ব্যক্তির জীবনে আমূল রদবদল ঘটায় না, যা কিনা পাশ্চাত্য সমাজের বৈশিষ্ট্য। সেখানে বিয়ের পর নববিবাহিত দম্পতি সাধারণত নতুন গৃহে প্রবেশ করেন, একটি আলাদা সংসার গড়ে তোলেন। বর্ধিত এবং একান্নবর্তী পরিবারের ক্ষেত্রে যা সাধারণত দেখা যায় তার বর্ণনা নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মীড সামোয়া সমাজ থেকে এভাবে দিয়েছেন:

> "[সামোয়া সমাজে] বিয়ের মানে কিন্তু নতুন অথবা আলাদা সংসার গড়ে তোলা নয়। পরিবর্তন ঘটে থাকে স্বামী অথবা স্ত্রীর বাসস্থান বদলের ক্ষেত্রে, এবং দুই পরিবারের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কে। নববিবাহিত দম্পতি বসবাস করেন প্রধান ঘরেই, তাদের দেয়া হয় শুধুমাত্র একটি বাঁশের বালিশ, একটি মশারি, এবং বিছানা পাতার জন্য কিছু মাদুর....নতুন বউ বাড়ির আর সকল নারীর সাথে একত্রে কাজ করেন, সকল পুরুষেরই খেদমত করেন। স্বামীও সংসারের অন্য সকল পুরুষের সাথে একত্রে কাজ করেন। বিয়ের সম্পর্ক নব্য-বিবাহিত নারী ও পুরুষের সম্পর্কে, পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে নতুন কোন একক তৈরি করে না।"[৭]

মীড লিখেছেন, সংসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সামোয়ান নব দম্পতির তেমন কোন বিশেষ ভূমিকা থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সংসার চালানোর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের উপর। স্বামী-স্ত্রীর এই নতুন পরিবার আলাদাভাবে সম্পত্তি সংগ্রহ করে নিজ গৃহ স্থাপন করে না, তারা বৃহত্তর এককের অংশ।

নিচে ছক আকারে আবাসস্থল অনুসারে সৃষ্ট করা পরিবারের শ্রেণীকরণ দেয়া হ'ল। লিওনহার্ড এডাম, মিশচা টিটিয়েভ এবং জর্জ মার্ডক হচ্ছেন নৃবিজ্ঞানী।

---

[৭] C. Levi-Strauss, *The Elementary Structures of Kinship* (2nd edn), London: Eyre and Spottiswoode, 1969, p. 126 এ উদ্ধৃত।

আবাসস্থান অনুসারে পরিবারের ধরন ও সংজ্ঞা[৮]

পিতৃ আবাসস্থান (patrilocal)	বিবাহিত দম্পতি স্বামীর বাবা-মার সাথে, অথবা তাদের নিকটে, সংসার পাতেন
মাতৃ আবাসস্থান (matrilocal)	বিবাহিত দম্পতি স্ত্রীর বাবা-মার সাথে, অথবা তাদের নিকটে, বসতি স্থাপন করেন

লিওনহার্ড এডাম

পত্নীপক্ষীয় আবাসস্থান (uxorilocal)	বিবাহিত দম্পতি পত্নীর পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংসারে বসবাস স্থাপন করেন
পতিপক্ষীয় আবাসস্থান (virilocal)	বিবাহিত দম্পতি পতির পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংসারে বসবাস স্থাপন করেন

মিশচা টিটিয়েভ

একীভূত (unilocal)	স্বামী অথবা স্ত্রী তার বিবাহিত সঙ্গীর পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংসারে যোগ দেন (পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত এই সংসার তার বাবা-মার অথবা তাদের বাড়ির নিকটে অবস্থিত তাদের নিজেদের সংসার হতে পারে)
একীভূত পিতৃপক্ষীয় (unilocal patrilocal)	বিবাহিত দম্পতি স্বামীর বাবা-মার সংসারে যোগ দেন
একীভূত মাতৃপক্ষীয় (unilocal matrilocal)	বিবাহিত দম্পতি স্ত্রীর বাবা-মার সংসারে যোগ দেন
অবিমিশ্র পিতৃপক্ষীয় (neat patrilocal)	বিবাহিত দম্পতি স্বামীর পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংসার যেটি তার বাবা-মার বাড়ির কাছে, সেটিতে বসবাস আরম্ভ করেন
অবিমিশ্র মাতৃপক্ষীয় (neat matrilocal)	বিবাহিত দম্পতি স্ত্রীর পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংসার যেটি তার বাবা-মার বাড়ির কাছে, সেটিতে বসবাস আরম্ভ করেন

জর্জ মার্ডক

[৮] Paul Bohannan, Residence Classification (Chapter 6, The Household) অবলম্বনে। *Social Anthropology*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963, pp. 87-92.

মাতৃ আবাসস্থান (matrilocal)	স্বামী তার স্ত্রীর পরিবারের সাথে বসবাস করেন
পিতৃ আবাসস্থান (patrilocal)	স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের সাথে বসবাস করেন
দ্বৈত আবাসস্থান (bilocal)	বিবাহিত দম্পতি তাদের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী অথবা স্বামীর বাবা-মার সাথে বসবাস করেন
নতুন আবাসস্থান (neolocal)	বিয়ের পরে দম্পতি নতুন সংসার গড়ে তোলেন
মাতুলাবাসস্থান (avunculocal)	বিবাহিত দম্পতি স্বামীর মায়ের ভাইয়ের সাথে বসবাস করেন
মাতৃ পিতৃস্থানীয় (matri-patrilocal)	এটা দুই ধরনের হতে পারে: (ক) প্রথম সন্তান জন্মানো পর্যন্ত বিবাহিত দম্পতি স্ত্রীর বাবা-মার সাথে বসবাস করেন। সন্তান জন্মানোর পর তারা স্বামীর বাবা-মার বাড়িতে উঠেন। (খ) বাৎসরিক চক্র মাফিক দম্পতি কিছুকাল স্ত্রীর বাবা-মার সাথে বসবাস করেন, তারপর কিছু সময়ের জন্য স্বামীর বাবা-মার সাথে।

পারিবারিক সম্পর্ক হচ্ছে ইতিহাস-নির্দিষ্ট

বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে অপাশ্চাত্য সমাজগুলোতে পরিবার গঠনে মৌলিক বদল এনেছে পাশ্চাত্যীয় সম্প্রসারণ।

এ পাঠের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবারের শ্রেণীকরণের যে প্রবল ধারা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে প্রায় একশ বছর ধরে প্রচলিত ছিল তা ছিল অনৈতিহাসিক। এই ধারার কাজ পড়ে মনে হয় যে, পরিবারের বিভিন্ন ধরন প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে অনড়, অটলভাবে পুনরুৎপাদিত হতে থাকে। মনে হয় যে, আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে বহুস্ত্রী বিবাহ, দবুদের মধ্যে মাতৃসূত্রিতা এবং সামোয়ানদের বিয়ে ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে টিকে আছে, এবং থাকবে।

কিন্তু পর্যবেক্ষদের মতে, বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অপাশ্চাত্য সমাজগুলোতে পরিবার গঠনে মৌলিক বদল এনেছে। এই পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একজন বয়স্ক **পোমো** ইন্ডিয়ানের (আদিবাসী) দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এভাবে:

> "মানুষ কি? মানুষ কিছু না। পরিবার ছাড়া একজন মানুষের গুরুত্ব পথের ধারের কীটের চাইতেও কম, থুথু বা মল সেটার চাইতেও নগণ্য সে.... আমাদের সমাজে একজন মানুষ যদি গুরুত্ব পেতে চায় তাহলে ওর নিজের পরিবারের সাথে থাকতে হবে। যদি ওকে সাহায্য করার কেউ না থাকে, তাহলে তো ও প্রথম যে ঝামেলাতে পড়বে সেটাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার কারণ, ওর কোন আত্মীয় সাথে থাকবে না যে ওকে শত্রুপক্ষের বিষ মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে। কোন মেয়ে ওকে বিয়ে করতে চাইবে না... ওতো একজন নতুন শিশুর চাইতেও অনাথ, কেঁচোর চাইতেও দুর্বল... কারও যদি বড় সংসার থাকে... এবং ওর বংশের যদি সুনাম থাকে, অমুক বংশের ছেলেমেয়েরা ভাল, তাহলে তো ও বড় কিছু। প্রতিটি পরিবার চাইবে ও তাদের মেয়ে বিয়ে করুক। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে পরিবার তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তোমাদের সমাজে পুলিশ আর সেনা বাহিনী আছে তোমাকে রক্ষা করার জন্য, কোর্ট কাচারী আছে তোমাকে বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য, ডাকঘর তোমার বার্তা আনা নেওয়া করে, স্কুল তোমাকে শিক্ষা দেয়। সব কিছুরই দেখ-ভাল করা হয়। এমনকি তুমি যদি মারা যাও, তোমার সন্তানদেরও [দেখ-ভাল করে]; কিন্তু আমাদের সমাজে, এসব কাজ পরিবার করে.....।
>
> আমাদের জীবনে, পরিবার ছিল সব কিছু। এখন পরিবার কিছু না। আমরাও শ্বেতাঙ্গদের মত হয়ে যাচ্ছি এবং সেটা বয়স্ক মানুষদের জন্য খারাপ। তোমাদের মত আমাদের বৃদ্ধ আবাস ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠরা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা জ্ঞানী গুণী ছিলো। তোমাদের বৃদ্ধরা বোধ হয বোকা"।
>
> (হোয়েবেল এবং উয়িভার, ১৯৭৯: ৪০৯)

১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে ভিন্ন ধারার কাজ জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে তৈরি হয় (এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ইউনিট ৪ এর শেষতম পাঠে পাবেন)। নতুন ধারায় পরিবারকে "কাঠামোর" পরিবর্তে "প্রক্রিয়া" হিসেবে, এবং সমাজের অপরাপর প্রতিষ্ঠান এবং সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে, সামগ্রিক ব্যবস্থার সাপেক্ষে দেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ধরনের একটি কাজ নিচে কেস স্টাডি আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। কলকাতা শহরে ১৯৭৯-১৯৮৫ সময়কালে বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী হিলারী স্ট্যান্ডিং তাঁর গবেষণা করেন। তাঁর কাজ থেকে এই কেস স্টাডিটি তৈরি করা হয়েছে। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে, নারীর কর্মসংস্থান এবং পরিবারে সেটির প্রভাব। ইদানিং কালে, নৃবিজ্ঞান চর্চায় যে ধারা ঐতিহাসিক রূপান্তর এবং সেটিতে ঔপনিবেশিকতার ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, স্ট্যান্ডিং সেই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্রেণী গঠনের সাথে সাথে নারী এবং পুরুষের পরিসরের পূর্বতন বিভাজন – "ঘর" এবং "বাহির" – পুনর্গঠিত হয়। পরিসরের নতুন বিভাজন তৈরী হয়: "চাকরি" চিহ্নিত হয় পুরুষের ক্ষেত্র হিসেবে আর "ঘর", "গৃহী কাজ" নির্দেশিত হয় নারীর পরিসর হিসেবে।

স্ট্যান্ডিং বলছেন, ১৯ এবং ২০ শতকে বাংলা অঞ্চলের সমাজ এবং অর্থনীতি পুনর্গঠিত হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত গঠনের ভিত্তি ছিল শিল্প পুঁজি, কিন্তু উপনিবেশিত বাংলার মধ্যবিত্ত স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেনি, গঠিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থে। সেই শক্তির প্রয়োজনে এই অঞ্চলে একটি প্রশাসনিক এবং পেশাজীবী (শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী ইত্যাদি) শ্রেণী গড়ে উঠে। শ্রেণী গঠনের সাথে সাথে নারী এবং পুরুষের পরিসরের পূর্বতন বিভাজন – "ঘর" এবং "বাহির" – পুনর্গঠিত হয়। পরিসরের নতুন বিভাজন তৈরী হয়: "চাকরি" চিহ্নিত হয় পুরুষের ক্ষেত্র হিসেবে আর "ঘর", "গৃহী কাজ" নির্দেশিত হয় নারীর পরিসর হিসেবে। এই শ্রেণীর মতাদর্শে, নারীর ভূমিকা অঙ্কিত হয় পুরুষের "সহযোগী" হিসেবে। চাকরিজীবী বাঙ্গালী পুরুষের উপযুক্ত বিবাহ সঙ্গী হতে হবে শিক্ষিত নারী। যেহেতু এই শ্রেণীর পুঁজি হচ্ছে শিক্ষা এবং চাকরি, সে কারণে নারী শিক্ষার গুরুত্ব কেবলমাত্র "স্ত্রী"র ভূমিকা রূপে নয়, "মা" হিসেবেও নারীর শিক্ষিত হওয়া এই শ্রেণীর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মজুরি ভিত্তিক অর্থনীতির সূত্রপাত এবং প্রসার নব্য-গঠমান বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পারিবারিক টানাপোড়েন ও সংঘাত তৈরী করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, বেতন বা পারিশ্রমিক বা মজুরি হচ্ছে যে ব্যক্তি শ্রম দেন তার ভোগের বস্তু। ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছানুসারে, তাঁর উপর যারা নির্ভরশীল তাদের ভরণপোষণের জন্য মজুরি বা বেতন, ব্যয় করে থাকেন। পুঁজিবাদী এবং ব্যক্তিবাদী মতাদর্শ অনুসারে, একজন আয়কারী পুরুষের উপর নির্ভরশীল হবেন তার স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান। স্ট্যান্ডিংয়ের বিশ্লেষণে, আধুনিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, ব্যাংক, সঞ্চয়, বীমা পলিসি মূল্যবোধের এই কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কেস স্টাডি : উপনিবেশকালীন বাংলায় মজুরি-নির্ভরশীল পরিবারে সদস্যদের পৃথকীকরণ[৯]

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় মজুরি-ভিত্তিক অর্থনীতির (waged economy) সূত্রপাত ঘটে। মজুরি-নির্ভরশীলতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থালীতে নতুন ধরনের সংকট ও টানাপোড়েন তৈরী করে। ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলায়, পুরুষের ক্ষেত্র ছিল *বাহির* এবং গৃহের *অভ্যন্তর* ছিল নারীর পরিসর। বয়স এবং জ্ঞাতিত্বের নীতিমালা অনুসারে গৃহ পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন সব চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ বিবাহিত নারী। এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ত যৌথ ভান্ডার পরিচালনা, চাকরদের পারিশ্রমিক দেয়া, উপহার প্রদান, এবং কল্যাণমূলক দায়দায়িত্ব সম্পাদন। যদি কোন গৃহস্থালীতে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিবাহিত নারী না থাকে, কেবলমাত্র তখনই অল্প বয়স্ক এবং অবিবাহিত নারী গৃহ পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিসরে পুরুষের শারীরিক অনুপস্থিতি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রাক ব্রিটিশ যুগে, গৃহস্থালীর আর্থিক সম্পদ যৌথ ভান্ডারে পুঞ্জীভূত হত। পরিবারের সদস্যরা এই ভান্ডার থেকে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন। যৌথ ভান্ডারের মূলনীতি অনুসারে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আয়ের ভিত্তিতে বিভাজন করা হত না। কে *আয় করে* এবং কে *আয় করে না*, এটি বিভাজনের নীতি ছিল না। ভূমির মালিকানা যেমন ছিল

[৯] Hilary Standing, *Dependence and Autonomy. Women's Employment and the Family in Calcutta*, London: Routledge, 1991, pp. 89-92.

যৌথ, ঠিক একই ভাবে নগদ টাকাও ছিল যৌথ মালিকানাধীন। তবে, তার অর্থ এই নয় যে এই ভান্ডারে পরিবারের সকল সদস্যের সমান অধিকার ছিল। লিঙ্গ এবং জ্ঞাতি মর্যাদা অসম বন্টনের ভিত্তি ছিল। নারীদের ভূমিজ সম্পদে অধিকার যেমন নিকৃষ্ট ছিল, ঠিক একই ভাবে অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার পুরুষদের তুলনায় ছিল নিম্নমর্যাদার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আশা করা হত হিন্দু বিধবারা হবেন স্বল্পাহারী, সকল কিছুতে স্বল্পভোগী। আয়ের পুনর্বন্টন প্রক্রিয়ার এই অসমতাগুলো নিঃসন্দেহে কাঠামোগত ছিল। কিন্তু অসমতা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছিল না, অসমতার বৈশিষ্ট্য "চাকরিজীবী" বনাম "বেকার", বা "উৎপাদনশীল" বনাম "অনুৎপাদনশীল" ছিল না।

মজুরির উপর গৃহের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মধ্যবিত্ত গৃহস্থালীতে দেখা দেয় নতুন ধরনের সংকট এবং টানাপোড়েন। মজুরি নির্ভরশীলতার কারণে সম্পদ বন্টনে মতাদর্শিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের নথিপত্র ঘাঁটলে যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়। ১৯১১ সনের শুমারিতে বলা হয়েছে, যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের ফলে বাড়িঘরের ভাগাভাগি হচ্ছে এবং এতে উত্তর কলকাতার পরিবেশ "অস্বাস্থ্যকর" হয়ে পড়েছে। ভাঙ্গনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হত: সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, এবং "আয়কারী" এবং "অলস" সদস্যদের মধ্যকার টানাপোড়েন। সরকারী নথিপত্র ও সাহিত্য, উপন্যাসে টানাপোড়েনের জন্য নারীদের দোষারোপ করা হ'ত। সরকারী শুমারীর ভাষ্যমতে, জা'দের মধ্যে দেখা দেয় "হিংসা"এবং হয়ত দেখা যায় যে, ভাইদের মধ্যে কোন একজনের স্ত্রী কিছুতেই চান না তার দেবর-ভাসুরদের পরিবারের পেছনে তার স্বামীর আয় ব্যয় করা হোক।

হিলারী স্ট্যান্ডিংয়ের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে মজুরি-নির্ভরশীলতা পারিবারিক সম্পদ পুনর্বন্টনের পূর্বতন যৌথভিত্তিক অনুশীলনকে ধীরে ধীরে কোণঠাসা করে তুলছে। এর ফলে, বর্তমানে যৌথ পরিবার দেখা গেলেও, এর ভেতরে অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে নির্ভরশীলতার সংকীর্ণ বা সীমিত অর্থগুলো (একজন পুরুষের আয়ের উপর তার স্ত্রী এবং সন্তানদের হক সবচাইতে বেশী)। তাঁর বিশ্লেষণ মতে, পারিবারিক সম্পর্কের এই পরিবর্তন একটি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, এটি স্বাভাবিক কিংবা অনিবার্য নয়।

সারাংশ

প্রায় একশত বছর ধরে, জ্ঞানগত কাজ হিসেবে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিবারের শ্রেণীকরণ খুবই জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন মূলনীতির ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা নানান ধরনের শ্রেণী এবং বর্গ তৈরী করেছিলেন। নতুন নতুন মাঠ গবেষণা নতুন নতুন শ্রেণীকরণের জন্ম দিয়েছিল। ১৯৫০-১৯৬০এর দশকে পরিবার বিশ্লেষণের প্রত্যয় এবং তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় মৌলিক বদল ঘটে। শ্রেণীকরণের ধারা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সমালোচকদের দৃষ্টিতে, বর্গকরণ সামাজিক জীবনের বিবিধতাকে বুঝতে সাহায্য করে না। এ ধরনের জ্ঞানচর্চা পারিবারিক সম্পর্কের বদলকেও বুঝতে সাহায্য করে না। এই সমালোচনার প্রেক্ষিতে নতুন কিছু তাত্ত্বিক ধারা তৈরী হয়। এগুলির মধ্যে ভিন্নতা সত্ত্বেও, সমিলের দুটি বড় জায়গা ছিল। নতুন তাত্ত্বিকদের বক্তব্য হচ্ছে: প্রথমত, বিভিন্ন সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শিক প্রক্রিয়া পরিবারকে গঠন করে। এগুলি স্থান-কাল নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত, পরিবার সমাজের অপরাপর সামাজিক, ঐতিহাসিক সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন নয়। কিছু নৃবিজ্ঞানী এটিকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করার উপর গুরুত্ব দেন। তারা বলেন, পরিবারকে একটি স্বতন্ত্র পরিসর হিসেবে বিবেচনা না করে, আমাদের দেখা উচিত পরিবার কিভাবে অপরাপর সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে, আবার কিভাবে এটি অপরাপর প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয়। নৃবিজ্ঞানী হিলারী স্ট্যান্ডিংয়ের কাজ ইতিহাস-নির্দিষ্ট নৃবিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী হিলরী স্ট্যান্ডিং -এর মতে কোন সময়কালে বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে?

ক. উনিশ শতকের শেষার্ধে
খ. উনিশ শতকের প্রারম্ভে
গ. বিংশ শতকের শেষার্ধে
ঘ. উপরে কোনটিই নয়

২। ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত গঠনের ভিত্তি ছিল কি?

ক. কৃষি পুঁজি
খ. শিল্প পুঁজি
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের নতুন ধারাটি কিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করে?

২। প্রথাগত নৃবিজ্ঞানে, পরিবার শ্রেণীকরণের মূলনীতি কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমালোচকদের দৃষ্টিতে, পরিবারের শ্রেণীকরণ অনৈতিহাসিক। এই পাঠে পরিবারের যে শ্রেণীকরণ উপস্থাপিত হয়েছে, সেটি পর্যালোচনা করে যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।

২। মজুরি-ভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার বাঙ্গালি পারিবারিক জীবনে টানাপোড়েনের সূত্রপাত ঘটায়। আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

পরিবার : লিঙ্গীয় ও শ্রেণী সম্পর্ক
Family: Relations of Gender and Class

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নির্যাসকরনের ধারণা
- পরিবারের নির্যাসের অনুসন্ধান: পিতৃত্ব, মাতৃত্ব ও শিশু যুগল
- পরিবার সম্পর্কে ধ্রুপদী আধুনিকতাবাদী তত্ত্ব
- শ্রেণী ও লিঙ্গের আন্তঃপ্রবিষ্টতা গঠন করে পরিবার

নৃবিজ্ঞানের ধ্রুপদী বিবর্তনবাদী যুগে, বিশেষ করে মর্গান এবং এঙ্গেলসের কাজে, শ্রেণী এবং লিঙ্গ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক গুরুত্ব পেয়েছিল। এঙ্গেলস যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন যে, শ্রেণী বিভাজিত সমাজের উদ্ভবের সাথে পরিবার এবং বিয়ে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থায় পুরুষ হয়ে উঠে ক্ষমতাশালী এবং নারী হয়ে উঠে অধস্তন। এই ইউনিটের এক নম্বর পাঠে এসব আপনারা জেনেছেন। পরবর্তী সময়ে, নৃবিজ্ঞান যখন একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং বেড়ে উঠে, শ্রেণীর প্রসঙ্গটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এ সময়ে পরিবারের প্রসঙ্গটি বিভিন্ন ভাবে উত্থাপিত হয়। এই পাঠের প্রথম অংশে আলোচিত হবে, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে পরিবারের নির্যাস বা মৌলিকত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা চালান। নৃবিজ্ঞানের এই অনুসন্ধানে, নারী-পুরুষ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনে, প্রাধান্য পেয়েছিল "পিতৃত্ব" এবং "মাতৃত্ব"-এর ধারণা। ব্রনিসলো ম্যালিনোস্কি এবং মেয়ার ফোর্টসের মতন নৃবিজ্ঞানী এ ধরনের জিজ্ঞাসা দাঁড় করান: পিতা বা মাতা হওয়ার মৌলিক অর্থ কি? অর্থাৎ, তাঁদের জিজ্ঞাসা ছিল পিতা বা মাতা হওয়ার এমন কোন নিগূঢ় অর্থ আছে কিনা যা স্থান-কালের নির্দিষ্টতা মানে না, এক সংস্কৃতি হতে আরেক সংস্কৃতিতে, বা এক সময়কাল হতে আরেক সময়কালে ভিন্ন হয় না। স্থান-কাল বিহীন আলোচনা করার প্রবণতাকে বলা হয় নির্যাসকরণ (essentializing)। এই প্রবণতা সর্বজনীন তত্ত্ব দাঁড় করানোর সাথে যুক্ত। সহজ ভাষায় বললে, সর্বজনীন তত্ত্বের মানে হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব যা কিনা "অল-সাইজ" জামার মতন। এমন একটি জামা যা সকল সাইজের মানুষের গায়ে লাগে। এই প্রবণতা শুধু মাত্র ম্যালিনোস্কি বা মেয়ার ফোর্টস না, বহু নৃবিজ্ঞানী, সামাজিক বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদের কাজে লক্ষণীয়।

সর্বজনীন তত্ত্বের মানে হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব যা কিনা "all size" জামার মতন। এমন একটি জামা যা সকল সাইজের মানুষের গায়ে লাগে। এই প্রবণতা শুধু মাত্র ম্যালিনোস্কি বা মেয়ার ফোর্টস না, বহু নৃবিজ্ঞানী, সামাজিক বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদের কাজে লক্ষণীয়।

মার্কিনী সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স'এর পরিবার সম্পর্কিত তত্ত্ব ধ্রুপদী আধুনিকায়ন পজিশনকে ব্যক্ত করে। তাঁর মতে, শিল্পভিত্তিক সমাজে জ্ঞাতিত্ব হয়ে উঠে সীমিত, সংকীর্ণ। এই তত্ত্ব বিংশ শতকের মাঝামাঝি খুব প্রভাবশালী ছিল। এই তত্ত্ব কেবলমাত্র সমাজবিজ্ঞানীদের নয়, নৃবিজ্ঞানীদেরও প্রভাবিত করে। তাঁর প্রধান বক্তব্যের নতুন নতুন সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পরে, এমন কি আজ অব্দি, সময়ে-সময়ে পয়দা হতে থাকে। এই পাঠের দ্বিতীয় অংশে পারসন্সের পরিবার সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা তুলে ধরা হবে। তৃতীয় অংশে আলোচনা করা হবে মার্কিনী নৃবিজ্ঞানী রায়না র‍্যাপের পরিবার সম্পর্কিত তাত্ত্বিক উপলব্ধি। র‍্যাপ বলেছেন শ্রেণী ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের আন্তঃপ্রবিষ্টতার কথা। এই আন্তঃপ্রবিষ্টতা গঠন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার এবং পারিবারিক সম্পর্ক। মার্কিন সমাজে পারিবারিক সম্পর্কের একটি কেস স্টাডি রয়েছে এই পাঠের শেষে।

ব্রনিসলো ম্যালিনোস্কি : সর্বজনীন পিতৃত্ব

ম্যালিনোস্কির বক্তব্য ছিল: বিশ্বের সকল সমাজে সন্তান এবং তার মাতার সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সন্তানের পিতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আরো বহু নৃবিজ্ঞানীদের মতন ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ব্রনিসলো ম্যালিনোস্কিও সর্বজনীন সত্য উদঘাটনে রত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি "বৈধতার মূলনীতি"দাঁড় করান। ম্যালিনোস্কির বক্তব্য ছিল: বিশ্বের সকল সমাজে সন্তান এবং তার মাতার সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সন্তানের পিতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পিতাবিহীন একটি সন্তান এবং তার মা, সামাজিক দৃষ্টিতে অপূর্ণাঙ্গ এবং অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। সমাজের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে হলে, সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে, পিতার উপস্থিতি অপরিহার্য। পিতার উপস্থিতি নিশ্চিত করে তোলে একটি সন্তান ও তার মায়ের পূর্ণাঙ্গ আইনী মর্যাদা। ম্যালিনোস্কি গবেষণা করেছিলেন মাতৃতান্ত্রিক ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপবাসীদের মাঝে। গবেষণা শেষে তিনি যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন যে, ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপবাসীদের কাছে মাতৃত্ব হচ্ছে নিতান্ত একটি জৈবিক সম্পর্ক। অপর পক্ষে, পিতৃত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক সম্পর্ক।

জৈবিক পিতা হচ্ছেন তিনি যিনি সন্তানের রক্ত-সম্পর্কিত পিতা। আর সামাজিক পিতা হচ্ছেন তিনি যিনি সামাজিকভাবে সন্তানের পিতা হিসেবে পরিচিত।

ম্যালিনোস্কির "বৈধতার মূলনীতি"র অপর নাম হচ্ছে "সামাজিক পিতৃত্ব"-এর ধারণা। নৃবিজ্ঞানে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে *জৈবিক* এবং *সামাজিক* – এই দুই ধরনের পিতৃত্বের পার্থক্য বোঝানোর জন্য। জৈবিক পিতা হচ্ছেন তিনি যিনি সন্তানের রক্ত-সম্পর্কিত পিতা। আর সামাজিক পিতা হচ্ছেন তিনি যিনি সামাজিকভাবে সন্তানের পিতা হিসেবে পরিচিত। ম্যালিনোস্কির প্রধান যুক্তি হচ্ছে, এই দুইজন একই ব্যক্তি হওয়ার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি শিশুর সামাজিকভাবে স্বীকৃত পিতা আছে কিনা। জৈবিক পিতার চাইতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একজন পিতার প্রয়োজন বেশি, সকল সমাজে, একইভাবে। তার কারণ, পিতার উপস্থিতির উপর নির্ভর করছে সমাজে সেই সন্তানটির মর্যাদা, অবস্থা, এবং অধিকার। ম্যালিনোস্কির প্রধান বক্তব্য ছিল: সামাজিক বৈধতা পাবার জন্য প্রতিটি সন্তানের পিতা এবং মাতা – দুজনকেই প্রয়োজন।

মেয়ার ফোর্টস : মা-ও-শিশু যুগল

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী মেয়ার ফোর্টস মর্গানকে অনুসরণ করে বলেন, জ্ঞাতিত্বের দুটো দিক আছে: (ক) গৃহী (domestic) এবং (খ) আইনী-রাজনৈতিক (juro-political)। ফোর্টস বলেন, জ্ঞাতিত্বের ন্যূনতম একক হচ্ছে মা ও শিশু যুগল (mother-child dyad)। এটা সকল সমাজে সমানভাবে সত্য। মা-শিশুর যুগল বন্ধন হচ্ছে জৈবিক। পক্ষান্তরে, পিতৃত্ব এবং অন্যান্য জ্ঞাতি সম্পর্ক আরো বেশি সামাজিক। যা জৈবিক (অর্থাৎ, মা-শিশু যুগল) তা সকল সমাজের জন্য একইভাবে সত্য, কিন্তু যা সামাজিক (অর্থাৎ, পিতৃত্ব এবং আর সকল জ্ঞাতি সম্পর্ক) তা ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কৃতিতে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত।

ফোর্টসের মতে, গৃহী দল হচ্ছে সেই দল যেটা কিনা সদস্যদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে, তাদের বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের কার্য সম্পাদন করে থাকে।

গৃহী পরিসরে আছে মা-ও-শিশু'র যুগল। তিনি এই যুগলের নাম দেন "মাতৃকেন্দ্রিক কোষ" (matricentral cell)। ফোর্টসের কাজ হতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি এই পর্যায়ে পৌঁছে এই ভাবনা দ্বারা তাড়িত হন: কোন ধরনের সমাজে মা ও শিশুসন্তানের যুগলে পিতা অন্তর্ভুক্ত হন? ফোর্টস বলেন, শুধুমাত্র সেই সমাজে যেখানে দুই ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান। এক হচ্ছে, দম্পতি হিসেবে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক। এবং দ্বিতীয়ত, শিশুসন্তানের মর্যাদা নির্ধারণে তার পিতার জ্ঞাতি দলের সাথে তার সম্পর্ক। যে ধরনের সমাজে এ দুটো বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, সে সমাজে মা ও শিশু যুগলে স্বামী-পিতা অন্তর্ভুক্ত হন। এই অন্তর্ভুক্তি গৃহী পরিসরে সৃষ্টি করে অণু পরিবার। এই অণু পরিবার হচ্ছে সন্তান জন্মানোর কেন্দ্র। এই অণু পরিবারে থাকে শুধুমাত্র দুই প্রজন্ম – পিতা-মাতা ও সন্তান। আদর-যত্নের জন্য সন্তান তার পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে, প্রজনন আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য পিতা-মাতা তাদের সন্তানের উপর নির্ভরশীল। এই হ'ল গৃহী পরিসরে অণু পরিবার। আর, ফোর্টসের মতে, গৃহী দল হচ্ছে সেই দল যেটি কিনা সদস্যদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে, তাদের বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের কার্য সম্পাদন করে থাকে।

ট্যালকট পারসন্স : শিল্পোন্নত সমাজের পিতৃতান্ত্রিক অণু পরিবার

মার্কিনী সমাজ বিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্সের বক্তব্য ছিল : অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জ্ঞাতি দলের গুরুত্ব আন্তঃসম্পর্কিত। কোন সমাজ যখন অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও জটিল হয়ে ওঠে, যখন সেই সমাজে নানান ধরনের পেশা দেখা দেয়, শহরাঞ্চল ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, এবং গ্রামীণ এলাকা হয়ে যায় ছোট, কলকারখানা যখন বৃদ্ধি পায়, এক কথায়, সমাজ যখন শিল্পোন্নত হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞাতিত্বের পরিধি সংকুচিত হয়ে যায়। বৃহত্তর জ্ঞাতি দলের পরিবর্তে দেখা যায়, পিতৃতান্ত্রিক অণু পরিবার (স্বামী, স্ত্রী ও তাদের নিজেদের সন্তান)। এই অণু পরিবারের ভূমিকা সীমিত এবং সীমাবদ্ধ। সন্তানদের লালন-পালন এবং বিবাহিত দম্পতির ব্যক্তিক বিকাশ – অণু পরিবার শুধুমাত্র এই দুটি কার্য পালন করে থাকে। পারসন্সের ভাষায় "আদিম" সমাজে জ্ঞাতি দল যে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত ভূমিকাদি পালন করে থাকে, শিল্পোন্নত সমাজে তা ঘটতে দেখা যায় না। তার কারণ হ'ল, রাষ্ট্র, এবং অপরাপর প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যাংক, বীমা, কারখানা ইত্যাদি) এই ভূমিকাগুলো পালন করে। এ কারণেই, পারসন্স বলছেন, শিল্পোন্নত সমাজে দেখা দেয়, "বিচ্ছিন্ন অণু পরিবার"।

মার্কিনী সমাজ বিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্সে বক্তব্য ছিল ... সমাজ যখন শিল্পোন্নত হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞাতিত্বের পরিধি সংকুচিত হয়ে যায়।

উপরে আলোচিত তত্ত্বগুলো বহু নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেছে। যদিও প্রত্যেক তাত্ত্বিক নির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন: পার্সন্সের "বিচ্ছিন্ন অণু পরিবার", ম্যালিনোস্কির "বৈধতার মূলনীতি", মেয়ার ফোর্টসের "মা-ও-শিশু যুগল" – তবুও তাঁদের বিশ্লেষণরীতির কিছু মিলের জায়গা আছে। প্রথমত, তাঁরা (এবং আরো অনেকে) ধরে নেন, জ্ঞাতিত্বের পরিধি এবং গুরুত্ব শিল্পোন্নত/পাশ্চাত্য সমাজে অণু পরিবারে সীমিত হয়ে যায়। এই ধারণা শুধু ট্যালকট পারসন্সের নয়। বহু নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী বহু কাল ধরে নিয়েছিলেন যে, আদিম/অনুন্নত সমাজে আছে বিস্তৃত জ্ঞাতি ব্যবস্থা, আর শিল্পোন্নত/পাশ্চাত্য সমাজে আছে শুধু অণু পরিবার। এই ধারণা খুবই শক্তিশালী। এবং এখনও, বহু মহলে বর্তমান। দ্বিতীয়ত, আপনারা দেখেছেন কিভাবে ম্যালিনোস্কি এবং মেয়ার ফোর্টস পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের সর্বজনীন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। হাল আমলের তাত্ত্বিকদের সমালোচনা হচ্ছে, এ ধারণাগুলো পাশ্চাত্য সমাজ নির্ভর। তাঁদের বক্তব্য: পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানীরা নিজ সমাজের স্বাভাবিকত্বের ধারণার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। বিষয়টা এজন্য আরো বেশি আশ্চর্যের কারণ এ দুইজন, এবং তাঁদের অনুসারী আরো বহু নৃবিজ্ঞানী, এমন সমাজে কাজ করেছেন যেখানে তাঁরা যা লিখেছেন তার ঠিক উল্টোটাই বিদ্যমান। যেমন ধরুন, মিয়ানমারের **লাখের** জনগোষ্ঠী। তাদের ধারণা হচ্ছে, সন্তান সৃষ্টিতে বাবার ভূমিকা মুখ্য। মা হচ্ছেন পাত্র শুধু, পুরুষ এই পাত্রে সন্তান রাখেন। স্পষ্টতই, মেয়ার ফোর্টসের "মা-ও-শিশু" যুগল তত্ত্ব এই সমাজের জন্য অর্থবহ নয়। মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের ধারণা বাদেও, এই দুই নৃবিজ্ঞানী যেভাবে নারীকে গৃহী পরিসর এবং পুরুষকে আইনী-রাজনৈতিক পরিসরের সাথে যুক্ত করেছেন, তাও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। তৃতীয়ত, শ্রেণী, লিঙ্গ এবং অপরাপর বৈষম্যের সম্পর্ক, এদের কাজে অনুপস্থিত। তাঁদের গবেষণা পড়ে মনে হয়, সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অথবা স্বার্থ, প্রতিরোধ, আন্দোলন, এগুলো কোথাও, কখনও ঘটে না, সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বহু নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানী বহু কাল ধরে নিয়েছিলেন যে, আদিম/অনুন্নত সমাজে আছে বিস্তৃত জ্ঞাতি ব্যবস্থা, আর শিল্পোন্নত/পাশ্চাত্য সমাজে আছে শুধু অণু পরিবার।

রায়না র‍্যাপ: শ্রেণী ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের অন্তর্প্রবিষ্টতা

সামাজিক বৈষম্য এবং জ্ঞাতি ব্যবস্থা – এ দুটো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এগুলো আন্তঃসম্পর্কিত। বিংশ শতকের শেষ ভাগ হতে, এই তাত্ত্বিক উপলব্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন সে ধারার নৃবিজ্ঞানী যাঁরা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হিসেবে পরিচিত। এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন মার্কিন নৃবিজ্ঞানী রায়না র‍্যাপ। তাঁর প্রধান বক্তব্য হ'ল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণী-বিভক্ত; শ্রেণী-সত্তা লিঙ্গায়িত অর্থাৎ, মানুষের সত্তা, পরিচিতি এগুলো লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়।

র‍্যাপ বলেন যে পরিবার বলতে মার্কিন সমাজের মানুষজন দুটো জিনিস বোঝেন: সংকীর্ণ অর্থে পরিবার হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের নিজেদের সন্তান দ্বারা গঠিত একক। ব্যাপক অর্থে, পরিবার হচ্ছে রক্ত-সম্পর্কিত জ্ঞাতি।

র‍্যাপ বলেন, শ্রেণী কোন বস্তু নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া, এটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া উৎপাদনের উপায়ের সাথে মানুষজনের সম্পর্ক, এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, নির্ধারণ করে। ব্যক্তির অবস্থার বদল ঘটতে পারে: তার কপাল যেমন খুলতে পারে, তার কপাল পুড়তেও পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি কিংবা তার পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু, যা পরিবর্তিত হয়

না তা হচ্ছে সামগ্রিক বৈষম্যের সম্পর্ক (মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক, ধনী-গরিবের সম্পর্ক)। বৈষম্যের এই ব্যবস্থা অতি গভীর এবং কাঠামোগত।

পরিবারের অর্থ সর্বজনীন নয়, এটি সমাজ এবং ইতিহাস-নির্দিষ্ট। এই প্রেক্ষিতে র‍্যাপ বলেন যে পরিবার বলতে মার্কিন সমাজের মানুষজন দুটো জিনিস বোঝেন: সংকীর্ণ অর্থে পরিবার হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের নিজেদের সন্তান দ্বারা গঠিত একক। ব্যাপক অর্থে, পরিবার হচ্ছে রক্ত-সম্পর্কিত জ্ঞাতি। আর, গৃহস্থালী কি? র‍্যাপ বলেন, মার্কিন সমাজে, গৃহস্থালী হচ্ছে বসবাসের একক (একই ছাদের নিচে থাকা, একসাথে খাওয়া)। গৃহস্থালী হচ্ছে সেই স্থান যেখানে এর সদস্যরা তাদের সম্পদ (আয়, আসবাবপত্র, মূল্যবান জিনিসপত্র ইত্যাদি) একত্রীভূত করেন এবং কিছু কার্য সম্পাদন করেন। মানুষজন এবং সম্পদ গৃহস্থালীতে বণ্টিত হয়, যুক্ত হয় ("হ্যাঁ, একজন ভাড়াটিয়া আছে। কিন্তু ও আলাদা খায়", "ছেলে আর মেয়ে, ওরা? ওরা তো বড় হবার সাথে-সাথে আলাদা হয়ে গেল। যে যার মত থাকে। আমাদের সংসারে থাকি আমি, আমার স্বামী আর ছোট ছেলেটি")।
র‍্যাপ আরো বলেন, পরিবার হচ্ছে মতাদর্শ। মতাদর্শ বলতে বোঝায়, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যা নির্দিষ্ট সামাজিক দল (উদাহরণস্বরূপ, জাতি, লিঙ্গ) কিংবা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। মতাদর্শ আধিপত্যশীল শ্রেণীর স্বার্থ, জীবনযাপনকে বৈধতা দান করে। অর্থাৎ, মতাদর্শ ক্ষমতা ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। র‍্যাপ পরিবারকে মতাদর্শ বলছেন কেন? তার কারণ, পরিবারের ধারণা একইসাথে বস্তুগত সম্পর্ককে প্রকাশ করে ("ও চাকরি করলে বাচ্চাদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে, আমি মানা করে দিয়েছি")। আবার এই সম্পর্কগুলোকে আড়াল করে ("আরে ভাই বুঝলেন, আমার স্ত্রী হচ্ছে হোম-মিনিস্টার। ওর কথামত আমার চলতে হয়")।

শ্রমিক শ্রেণীর গৃহস্থালী প্রসঙ্গে র‍্যাপ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। স্থানের স্বল্পতার কারণে, নিচে শুধুমাত্র এই শ্রেণীর গৃহস্থালী ও পরিবারের গঠন-প্রকৃতি তুলে ধরা হবে। মধ্যবিত্ত এবং ধনী শ্রেণীর যে বিশ্লেষণ তিনি হাজির করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কেস স্টাডিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গৃহস্থালীর সদস্যদের কাজে পাঠিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর গৃহস্থালী উৎপাদন, পুনরুৎপাদন এবং ভোগের সম্পর্কে অংশগ্রহণ করে। শ্রমিক শ্রেণীর একটি মাত্র সম্পদ আছে। তা হচ্ছে শ্রম ক্ষমতা। শ্রম বিক্রি করে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজন খাওয়া-পরা-থাকা'র ন্যূনতম চাহিদা মেটান।

শ্রমিক শ্রেণীর গৃহস্থালী গড়ে ওঠে প্রতি ঘণ্টায় আয় করা মজুরির উপর ভিত্তি করে। গৃহস্থালীর সদস্যদের কাজে পাঠিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর গৃহস্থালী উৎপাদন, পুনরুৎপাদন এবং ভোগের সম্পর্কে অংশগ্রহণ করে। শ্রমিক শ্রেণীর একটি মাত্র সম্পদ আছে। তা হচ্ছে শ্রম ক্ষমতা। শ্রম বিক্রি করে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজন খাওয়া-পরা-থাকা'র ন্যূনতম চাহিদা মেটান। কাজের বিনিময়ে একজন শ্রমিক পায় মজুরি এবং এই মজুরি হচ্ছে গৃহস্থালীর অর্থনৈতিক ভিত্তি। একটি গৃহস্থালীর ক'জনকে আয় করার কাজে পাঠনো হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি জিনিসের উপর: গৃহস্থালী টিকিয়ে রাখার নূন্যতম খরচ-পাতির উপর, প্রতিটি সদস্যের শ্রম-ক্ষমতা, এবং গৃহীচক্রের উপর (স্ত্রী গর্ভবতী কিনা, শিশু সন্তানের বয়স কত ইত্যাদি)। শ্রমিকদের নিত্যদিনের খাওয়া-পরা-থাকা'র চাহিদা মেটান হয় গৃহস্থালী নামক স্থানে। এই স্থান আবার ভবিষ্যতের শ্রমিকও উৎপাদন করে। এ দুটো কার্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ শ্রম-ক্ষমতার পণ্যকরণ হচ্ছে পুঁজিবাদের আবশ্যিক শর্ত। পুঁজিবাদী সমাজে আর অন্যান্য পণ্যের মতন – পাউরুটি-মাখন, গাড়ি, টেবিল, পোশাক, কম্পিউটার – শ্রমও পণ্য, এটির বেচা-কেনা করা হয়। মজুরির বিনিময়ে শ্রমের বিক্রি হচ্ছে পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। (পুঁজিবাদকে, সংক্ষেপে, এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়: শ্রম বিক্রির ব্যবস্থা, মুনাফা-তৈরীর ব্যবস্থা, শ্রমিকের শোষণ ব্যবস্থা)।

এসব তাত্ত্বিক উপলব্ধির ভিত্তিতে র‍্যাপ বর্তমানের মার্কিনী সমাজে পরিবারের অর্থ কিভাবে শ্রেণী এবং লিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত তা নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর নিরীক্ষণে তিনি এ ধরনের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন, যেমন: পুঁজিবাদ, শ্রম, মজুরি – এসবের সাথে পরিবার ও গৃহস্থালীর সম্পর্ক কি? নারী ও পুরুষ, এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতার সাথে এগুলোর সম্পর্ক কি? তাঁর কাজ হতে নিচের কেস স্টাডি রচিত হয়েছে।

কেস স্টাডি : যুক্তরাষ্ট্রের পরিবারে লিঙ্গ ও শ্রেণীর আন্তঃপ্রবিষ্টতা[১০]

মার্কিনী সমাজে "মতাদর্শ" পরিবারের দিক-নির্দেশনা দেয়। গরীব শ্রেণীর ক্ষেত্রে এভাবে: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকবে প্রেম-ভালবাসা, স্ত্রী স্বামীর সেবা-যত্ন করবে, তার জন্য রাঁধবে-বাড়বে, তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিবে, তার শার্ট ইস্ত্রি করে দিবে, ঘর-দোর গুছিয়ে রাখবে, তাদের বাচ্চা হবে ইত্যাদি। পারিবারিক সম্পর্ক দুটো জিনিস নিশ্চিত করে। এক, পুরুষ শ্রমিকের দৈনন্দিন সেবাযত্নের খরচপাতি কারখানা মালিকের বহন করতে হয় না। ধরুন, যদি শ্রমিকের বাড়িতে বউ না থাকত এবং তার যদি হোটেলে থাকতে হ'ত, হোটেলের খাবার কিনে খেতে হ'ত, লন্ড্রিতে কাপড় ধোয়াতে হ'ত, তাহলে নিঃসন্দেহে মিল-মালিকের আরও বেশি মজুরি দিতে হ'ত। পুরুষ-শ্রমিকের স্ত্রী প্রেম-ভালোবাসার কারণে তার স্বামীর সেবাযত্ন করেন। গৃহিণী হিসেবে তিনি যে গৃহশ্রম (housework) দেন, তার বিনিময়ে তিনি কোন মজুরি পান না। স্বামী-শ্রমিক তার মজুরি দিয়ে যেসব পণ্য বাজার থেকে কেনেন (খাবার, পোশাক), পরিবারের সদস্য হিসেবে গৃহিণী-স্ত্রী তার অংশবিশেষ পান। অর্থাৎ, শ্রম-বাজার এবং মজুরির সাথে পুরুষ-শ্রমিকের সম্পর্ক সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে , নারীর সম্পর্ক অপ্রত্যক্ষ। স্বামীর মধ্যস্থতায় নারী শ্রম-বাজার এবং মজুরির সাথে সম্পর্কিত। দুই, নারী তাঁর পেটে সন্তান নেন, তাকে জন্ম দেন, এবং লালন-পালন করেন। পুঁজিবাদের কঠোর বৈষম্যভিত্তিক ব্যবস্থায়, সে হয়ে ওঠে আগামী প্রজন্মের শ্রমিক। কিন্তু কারখানা-মালিক, এই প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক পেয়ে যান নিখরচায় যেহেতু নারী, মা হিসেবে, তার সন্তানের সেবা যত্ন অনিবার্যভাবে করে থাকেন। এই হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত মানুষজন চাকুরিজীবী। তারা বড় বড় কোম্পানীতে চাকরিরত ব্যবস্থাপক হিসেবে; অনেকে সরকারী চাকরি করেন, অনেকে পেশাজীবী। অনেক মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্যই কাজ করেন (যেমন, বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মচারী)। এই শ্রেণী বেতনের উপর নির্ভরশীল; বেতন বাদে নানান ধরনের আর্থিক সুযোগ সুবিধা তাঁরা পান (বাড়ি ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা, সন্তানদের শিক্ষা ভাতা, বিনোদন ভাতা)। দেখা যায়, পদোন্নতির তাগিদে মধ্যবিত্ত গৃহস্থালী প্রায়শই স্থান পাল্টায়: গৃহস্থালীর সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক রাজ্য হতে আরেক রাজ্যে স্থানান্তরিত হন। অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক স্থানান্তরনে সাহায্য করে আত্মীয়কুলের পরিবর্তে বাজারে ক্রয়যোগ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। যেমন, বাড়ির মাল-সামান প্যাক করে দিয়ে নতুন ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার মতন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (ইদানিংকালে ঢাকায়ও)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিয়ে "সমতাভিত্তিক"। র‍্যাপের অভিমত হচ্ছে, 'সমতাভিত্তিক বিয়ে' – এই শব্দগুলো পুঁজিবাদী বৈষম্য আড়াল করে। স্বামীর পেশাগত সম্মান রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এমন একজন স্ত্রীর যিনি স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারবেন: শিক্ষিত, বুদ্ধিমতি, স্মার্ট। আশা করা হয়, মা হিসেবে তিনি সন্তানদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন, আকর মূল্যবোধ তাদের মজ্জাগত করবেন। র‍্যাপ বলছেন, মধ্যবিত্ত জ্ঞাতিত্বের দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: প্রথমত, সম্পদ প্রবাহিত হয় রৈখিক ভাবে (বাবা-মা হতে সন্তান, নাতি-নাতনী ইত্যাদি)। পার্শ্বিক ভাবে নয় (বৃহত্তর জ্ঞাতিকুল)। পার্শ্বিক প্রবাহ গরিব এবং শ্রমিক পরিবারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। লেখাপড়া, পেশাগত প্রতিষ্ঠা এবং বিয়ের উপহার – এ ধরনের ঘটনায় বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্ম (দাদা-দাদী, নানা-নানী, পিতা-মাতা) বয়োকনিষ্ঠ প্রজন্মের (নাতি-নাতনী, নিজ সন্তান) পেছনে অনেক টাকা খরচ করেন। দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্ত পরিবার সাধারণত তাদের আবেগ অনুভূতি এবং মনোযোগ জ্ঞাতিকুলের পেছনে লগ্নি না করে বন্ধু-মহলে করে। এ ধরনের সম্পর্ক পারিবারিক সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করে, বন্ধুদের মধ্যে আদান-প্রদান হয় আবেগ-অনুভূতির, সম্পদের নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব ধনী যারা, তাঁদের সম্বন্ধে গবেষকরা খুবই কম জানেন। র‍্যাপের মতে, এর কারণ হতে পারে, ধনীরা গবেষণার টাকা যোগান দেন, তাঁরা নিজেরা সচরাচর গবেষণার বিষয় হতে সম্মত হন না। ধনীদের একাধিক গৃহস্থালী থাকে, তাঁরা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন গৃহে যেয়ে বসবাস করেন। ধনী পরিবার খুবই রৈখিক, এবং নিজেদের মধ্যে কে কোন্ পেশায় আছে সেটা নিয়ে তাঁরা খুব একটা মাথা ঘামায় না। বরং, কার পারিবারিক ঐতিহ্য কি, এটা নিয়ে তাঁরা বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পারিবারিক গন্ডিতে অর্থ সংগৃহীত হয়, এবং প্রবাহিত হয়। তবে, র‍্যাপ বলেন: অর্থ এবং শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক সহজ-সরল নয়। এমনও হতে পারে, কোন পরিবারের অবস্থা পড়ে গেছে কিন্তু তাঁদের "খানদানি" ঐতিহ্যের কারণে তাঁরা এখনও ধনী মহলে ওঠা-বসা করেন। উচ্চবিত্তদের জগত খুব লিঙ্গ-

[১০] Rayna Rapp, "Family and Class in Contemporary America: Notes Toward an Understanding of Ideology," in Barrie Thorne with Marilyn Yalom eds. *Rethinking the Family. Some Feminist Questions*, New York: Longman, 1982, pp. 168-187.

বিভক্ত। এই শ্রেণীর নারীরা শ্রেণী-দরজা পাহারা দেন: ঘটকালি করেন, মানানসই বিয়ের আয়োজন করেন, আদর্শ মা এবং স্ত্রীর ভূমিকা বহির্জগতে পরিবেশন করেন। রমণীয় এবং পারিবারিক আচরণ কি হওয়া উচিত তা উচ্চবিত্ত নারীরা, মিডিয়ার সাহায্যে, নিরন্তর পরিবেশন করেন। লক্ষণীয় হল, ধনী নারীদের "মা" এবং "স্ত্রী" হিসেবে পরিবেশন করা হয়। কিন্তু, আসলে মা এবং স্ত্রী হবার কারণে তাদের মিডিয়াতে বারেবারে দেখানো হয় না। তাদের পরিবেশন করা হয় কারণ তারা ধনী। এই শ্রেণীর নারীরা সমাজ সেবা করেন এবং র‍্যাপের বিশ্লেষণ হচ্ছে, এই ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তারা পুঁজিবাদের কঠোরতা এবং নৃশংসতা কোমল করে তোলেন।

সারাংশ

নৃবিজ্ঞানে, পরিবার প্রসঙ্গটি প্রধানত দুইভাবে দেখা হয়েছে। ব্রনিসলো ম্যালিনোস্কির মতন নৃবিজ্ঞানী পরিবারের আকর বৈশিষ্ট্যকে খুঁজেছেন যাতে প্রমাণ করা যায় যে পরিবার হচ্ছে বিশ্বজনীন। এই দৃষ্টিকে বলা যায় নির্যাসকারী, যেহেতু এটি পরিবারের নির্যাস খোঁজে, যে নির্যাস পরিবারকে দান করবে সর্বজনীনতা। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স পরিবারকে বিচার করেছেন আধুনিকতাবাদী দৃষ্টি থেকে। আধুনিক, শিল্পোন্নত সমাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠান-নির্ভর; অনুন্নত, পিছিয়ে-পড়া সমাজ হচ্ছে জ্ঞাতি-নির্ভর। জ্ঞাতি ভিত্তিক সংগঠন দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলী, সমাজের উন্নতির সাথে সাথে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। আধুনিক সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তর, সামরিক বাহিনীর মত প্রতিষ্ঠান জ্ঞাতিকুলের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে। শ্রেণীর প্রসঙ্গটি নৃবিজ্ঞানে উপেক্ষিত হয়েছে বহু বছর ধরে। বর্তমানে এটি, পুঁজিবাদের বিস্তারের কারণে, এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনের কারণে, নৃবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান রেখেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নিচের কোন সমাজবিজ্ঞনীকে আধুনিকতাবাদী বলা হয়?

ক. রবার্ট মার্টন	খ. ট্যালকট পারসন্স

গ. এমিল ডুর্খাইম	ঘ. আগস্ত কোঁত

২। 'পরিবার শ্রেনী কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়' - উক্তিটি কার?

ক. ব্রনিসলো ম্যালিনোস্কি	খ. মেয়ার ফোর্টস

গ. রায়না র‍্যাপ	ঘ. উপরের কেউই নন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নির্যাসকরণ কাকে বলে?

২। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্সকে কেন আধুনিকতাবাদী বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নির্যাসকরণ কি? ম্যালিনোস্কি এবং ফোর্টস-এর পরিবার সম্পর্কিত তত্ত্ব কোন অর্থে এ ধারার প্রতিনিধিত্ব করে – আলোচনা করুন।

২। র‍্যাপ বলছেন, পরিবার শ্রেণী কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এপ্রসঙ্গে, র‍্যাপের তাত্ত্বিক উপলব্ধি আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

পরিবার : বর্ণবাদের সম্পর্ক
Family : Relations of Race

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নরবর্ণ কি; নরবর্ণের ভিত্তিতে কিভাবে পৃথিবীর মানুষকে বর্গীকরণ করা হয়
- নরবর্ণীয় পরিকাঠামো কিভাবে পূর্ববর্তী স্তরায়িত পরিকাঠামো হতে ভিন্ন
- বর্ণবাদ (racism) ও বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ কি; বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাকে বলে
- বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অত্যাচারিতকে (victim) তার দূরবস্থার জন্য দায়ী করা

নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে এটিও একটি: নৃবিজ্ঞান হচ্ছে "নরবর্ণ এবং সংস্কৃতির বিজ্ঞান" (anthropology is the science of race and culture)। ইদানিং কালে অবশ্য এই সংজ্ঞা খুব একটা দেখা যায় না। নরবর্ণের (race) ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষজনের বর্গীকরণ আরম্ভ করেন ইউরোপীয়রা। এর সূত্রপাত ঘটে চৌদ্দ শতকে, যখন থেকে ইউরোপীয় শক্তির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ শুরু। এই পাঠের প্রথম অংশে রয়েছে এর আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে, বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ কি, এবং নৃবিজ্ঞানী বোয়াস কি যুক্তিতে এর বিরোধিতা করেন, তা আলোচিত হবে। ড্যানিয়েল ময়নিহান-এর কাজ হচ্ছে বর্ণবাদী দৃষ্টিতে পরিবার নিয়ে লেখালেখির একটি নমুনা। এটির আলোচনা আছে এই পাঠের তৃতীয় অংশে, এবং এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা কেন গরিব, এ বিষয়ে ময়নিহানের বর্ণবাদী যুক্তি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এই অংশে আরো রয়েছে ক্যারল স্ট্যাক-এর কাজ হতে মার্কিনী কৃষ্ণাঙ্গদের পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে কেস স্টাডি। স্ট্যাকের কাজ ময়নিহানের যুক্তি খণ্ডনের একটি শক্তিশালী, বাস্তবসম্মত উত্তর হিসেবে বিবেচিত।

নরবর্ণের (race) ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষজনের বর্গীকরণ আরম্ভ করেন ইউরোপীয়রা। এর সূত্রপাত ঘটে চৌদ্দ শতকে, যখন থেকে ইউরোপীয় শক্তির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ শুরু।

নরবর্ণের ভিত্তিতে বর্গীকরণ

নরবর্ণ প্রসঙ্গে ধারণা গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই একটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট হতে হবে, তা হ'ল, এটি হচ্ছে একটি পরিকাঠামো। পরিকাঠামোর অর্থ কি? একটি চিত্র বা ছবিকে যেমন বাঁধাই করা হয় ফ্রেমের সাহায্যে, ঠিক একইভাবে বিশ্বের মানুষজনকে বাঁধাই করা হয় নরবর্ণের ধারণার সাহায্যে। এই ধারণা মানুষকে বিভিন্ন ভাবে আলাদা করে, আবার একত্রীভূত করে, এদের নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত করে। এই বিভাজনের ফলাফল হচ্ছে পরিকাঠামো (ছবির বাঁধাই) যা আমাদের মজ্জাগত হয়; এবং আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতি-উপলব্দিকে দিক্-নির্দেশনা দান করে। উদাহরণ দিই, কেন আপনি বা আমি কালো মানুষ দেখলে "নিগ্রো" বলি? কেন অন্য কিছু – যেমন ধরুন, "খুব সুন্দর দেখতে, মনে হয় চেহারাটা একদম খোদাই করা" কিংবা "দেখলেই ঈর্ষা হয়, মনে হয় ঈশ্বর যদি আমাকে ওভাবে গড়তেন" অথবা "চোখ দুটো দেখলে মনে হয় সারা বিশ্বের মায়া ওতে লুকানো" – প্রায় কখনোই মাথায় আসে না। কেন কণ্ঠে একটু আধটু তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে? এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবলে বুঝবেন কেন ইদানিং কালে নৃবিজ্ঞানীরা "পরিকাঠামো" শব্দটি ব্যবহার করছেন যা অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবিক ধারণা। বাস্তবিক এই যে, ব্যক্তির মাথায় এগুলো গেঁথে থাকে।

কেন আপনি বা আমি কালো মানুষ দেখলে "নিগ্রো" বলি? কেন অন্য কিছু – যেমন ধরুন, "খুব সুন্দর দেখতে, মনে হয় চেহারাটা একদম খোদাই করা" কিংবা "দেখলেই ঈর্ষা হয়, মনে হয় ঈশ্বর যদি আমাকে ওভাবে গড়তেন" অথবা "চোখ দুটো দেখলে মনে হয় সারা বিশ্বের মায়া ওতে লুকানো" – প্রায় কখনোই মাথায় আসে না।

পরিকাঠামো সৃষ্টির ইতিহাস আমাদের জানতে হবে: কোন্ বিশেষ প্রেক্ষিতে এটি একটি পরিকাঠামো হিসেবে দাঁড়ায়, এই পরিকাঠামো কি উপায়ে শক্তিমত্তা অর্জন করে, এই পরিকাঠামো সৃষ্টির সাথে বৈষম্যের কোন সম্পর্ক ছিল বা আছে কিনা ইত্যাদি। পরিকাঠামো হিসেবে দেখার বিষয়টি যে সকল নৃবিজ্ঞানীরা জরুরী মনে করছেন, তাঁরা বলছেন, নরবর্ণকে যদি পরিকাঠামো হিসেবে না দেখি তাহলে যে বর্গ (category)-গুলো এই পরিকাঠামো দ্বারা সৃষ্ট, সেগুলোকে মনে হবে স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতি-প্রদত্ত। মনে হবে "আসলেই তো, মানুষের চামড়া'র রঙ তো হয় কালো অথবা সাদা, নাক হয় খাড়া অথবা চ্যাপ্টা, চুল হয় কোঁকড়া অথবা সোজা" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, নরবর্ণগত

বিভাজন ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে এবং বিষয়টি "কালো চোখ", "খর্বকায়" – এত সহজ, সরল কিছু নয়। এ ধরনের সরলীকৃত চিত্রকে ভেদ করার লক্ষ্যে নৃবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা দাঁড় করাচ্ছেন যা বিশ্লেষণের রাস্তা তৈরি করে। প্রথমত, নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত হল: যে কোন জনগোষ্ঠীর *সকল* মানুষের গায়ের রঙ, দৈর্ঘ্য কিংবা চেহারা-সুরত ও শারীরিক আকার-আকৃতি একইরকম নয়। একথা বিশ্বের সব জনগোষ্ঠীর জন্য সত্য। কিন্তু এসত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্তা সম্পর্কে কিছু গৎবাঁধা ধারনা (stereotype) তৈরি হয়েছে যা কিনা সেই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যকার ভিন্নতাকে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কোন একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে করে তোলে সমগ্র জাতির সাধারণ চিহ্ন বা স্মারক ("চীনা চোখ", "চ্যাপ্টা নাক")।

নরবর্ণ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝে থাকি শুধুমাত্র মুখাকৃতি এবং শারীরিক বৈশিষ্টাবলী। যেমন কিনা উপরে উল্লেখিত। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপে জন্মানো নরবর্ণের ধারণা কেবলমাত্র তা নয়। নরবর্ণের ধারণায় শারীরিক বৈশিষ্টাবলীর সাথে মিশ্রিত হয়ে আছে বুদ্ধি, সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ইত্যাদি।

নরবর্ণ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝে থাকি শুধুমাত্র মুখাকৃতি এবং শারীরিক বৈশিষ্টাবলী। যেমন কিনা উপরে উল্লেখিত। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপে জন্মানো নরবর্ণের ধারণা কেবলমাত্র তা নয়। নরবর্ণের ধারণায় শারীরিক বৈশিষ্টাবলীর সাথে মিশ্রিত হয়ে আছে বুদ্ধি, সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ইত্যাদি। নরবর্ণের প্রধান পাঁচটি বর্গ তৈরি করা হয় যথা ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, ইথিওপীয়, আমেরিকান এবং মালয়। সকল বর্গ সমমর্যাদার না, এগুলো স্তরায়িত। এই স্তরায়নে ককেশীয়রা – ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা'র জনসমষ্টি, যারা "শ্বেতাঙ্গ" হিসেবে পরিচিত – সর্বোত্তম হিসেবে বিবেচিত।

পনের হতে সতের শতক, এ সময়কালে, ইউরোপীয় দেশের নৌ-অভিযানের মধ্য দিয়ে মানুষের মুখাকৃতি ও শারীরিক উপস্থিতির বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্য উন্মোচিত হতে থাকে। মানুষের মুখাকৃতি ও শারীরিক বৈচিত্র্যের এই বিশালতা ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা "আবিষ্কার"-এর আগে ধরা পড়েনি। পনের শতকের সাগর-পথের এই অভিযান যুক্ত করে নতুন ও পুরাতন পৃথিবীকে। আরো পরবর্তী সময়কালের নৌ-সফর, পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষের মুখাকৃতি ও শারীরিক বৈচিত্র্যের চিত্রকে সামগ্রিকতা দান করে। যেমন, সতের শতকের প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো একাধিক অনুসন্ধানী সফর। সাগর পথের অভিবাসন এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের মানুষজনের জোরপূর্বক স্থানান্তরের ফলে, এমনধরনের সম্প্রদায় ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে আসে, যারা পূর্বে প্রতিবেশী ছিল না। ভৌগোলিক বিষয়টি এই আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দেখা গেছে, কোন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি বা বর্ণের মানুষজন বসবাস করলেও তাদের মধ্যকার শারীরিক গঠনের ভিন্নতা ক্রমান্বিক। শারীরিক গঠনের এই ক্রমান্বিকতা ইউরোপীয় অভিযানের কারণে উল্টে যায় এবং ইউরোপে বিদ্যমান খ্রিস্টীয়-প্রধান মানুষ অ-ইউরোপীয় অঞ্চলের মানুষজনের মুখাকৃতির বৈচিত্র্যে, ধাক্কা খায়। এই বৈচিত্র্যকে বোঝার জন্য, সামাল দেয়ার জন্য, "নরবর্ণ" নামক ধারণা জন্মায়। মাথায় রাখা জরুরী যে, মানুষের মুখাকৃতি ও শারীরিক উপস্থিতির বৈচিত্র্য বাস্তব, কিন্তু পাঁচ-ধরনের নরবর্ণের যে ছাঁচ বা পরিকাঠামো সৃষ্টি করা হ'ল তা এই বৈচিত্র্যের জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করে না। এই ছাঁচ কেবল শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের একটি নরবর্ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিতই করে না। উপরন্তু তাদের, বিশ্বের আর সকল নরবর্ণের তুলনায়, সকল ক্ষেত্রে – বুদ্ধি-বিবেচনা, যুক্তিক্ষমতা, সৌন্দর্য, দৈহিক শক্তি ইত্যাদি – উৎকৃষ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবেই সৃষ্ট হয় নরবর্ণের ধারণা, এবং ঘটে বর্ণবাদের উত্থান।

মাথায় রাখা জরুরী যে, মানুষের মুখাকৃতি ও শারীরিক উপস্থিতির বৈচিত্র্য বাস্তব, কিন্তু পাঁচ-ধরনের নরবর্ণের যে ছাঁচ বা পরিকাঠামো সৃষ্টি করা হ'ল তা এই বৈচিত্র্যের জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করে না।

চৌদ্দ শতক, এবং তার পরবর্তী শতকের, ঘটনাবলী বিশ্বকে নরবর্ণে বিভাজিত করে তোলে। ইউরোপীয় অভিযানের পূর্বে, জাতিভিত্তিক উৎকর্ষের ধারণা যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান ছিল না, তা নয়। প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ছিল মেডিটেরেনিয়ান অঞ্চলের অন্য সকল জনগোষ্ঠী বর্বর, কেবলমাত্র তারা নিজেরা "সভ্য"। কিন্তু, তারা সভ্যতার সাথে শারীরিক গঠন এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা যুক্ত করেনি। নীল উপত্যকার কৃষ্ণকায় **নুবিয়ান**রা গ্রীকদের দৃষ্টিতে ছিল সভ্য। পক্ষান্তরে, উত্তরের শ্বেতাঙ্গ ইউরোপবাসীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল বর্বর। দক্ষিণ এশীয় জাতিবর্ণ (caste)-ভিত্তিক সমাজে, জাতিবর্ণ স্তরায়িত। অনেকটা নরবর্ণের মতনই। নিচু জাতের যারা, তারা বস্তুগত ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা বিদ্যমান। চামড়ার রঙ জাতিবর্ণের ভিত্তি নয়। ঘন রঙের উচ্চবর্ণ যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি হালকা রঙের নিচুবর্ণের অস্তিত্বও বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, মানুষের পুনর্জন্ম ঘটে,এবং বহুবার। পুনর্জন্ম ঘটে একই আত্মার, কিন্তু সেই আত্মা একই জাতে জন্মগ্রহণ নাও করতে পারে। যিনি কিনা ইহ-জন্মে শূদ্র, তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মাতেও পারেন। কে আগামীতে কোন জাতে জন্মগ্রহণ করবে তা নির্ভর করে তার কৃত কাজের উপর। নরবর্ণের বিশ্বকরণের পূর্বে, দাসত্বের ক্ষেত্রেও একই জিনিস দেখা গেছে। বহু অঞ্চলে দাস এবং প্রভু, এদের শারীরিক গঠন

বা মুখাকৃতির কোন ভিন্নতা ছিল না। দেখা গেছে যে, দাসত্ব যে কোন সম্প্রদায়ের ভাগ্যে ঘটেছে। আবার এও দেখা গেছে যে, দাসের সন্তানেরা কয়েক প্রজন্ম পরে, প্রভু জাতির সাথে মিশে গেছে।

চৌদ্দ শতক পরবর্তী ইউরোপ-প্রবর্তিত নরবর্ণ ব্যবস্থা দক্ষিণ এশীয় জাতিভিত্তিক বিভাজন, অথবা দাস এবং প্রভু ব্যবস্থা হতে খুব ভিন্ন। পূর্বতন ব্যবস্থাগুলোর সাথে তুলনা করলে মৌলিক ফারাক চোখে পড়ে। নরবর্ণ হচ্ছে *বিশ্বব্যাপী*, এটা সার্বিক মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নরবর্ণের পরিকাঠামোতে আছে *অল্প কিছু বর্গ*, সাধারণত শুধুমাত্র পাঁচটি। এই পাঁচটি মূল বর্গের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে কিছু উপ-বর্গ, এবং মিশ্র-বর্গ (পিতা, মাতা যদি ভিন্ন নরবর্ণের হয়ে থাকেন তাহলে তাদের সন্তানদের মিশ্রবর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়)। নরবর্ণের পরিকাঠামো অসমতাকে শক্তিশালী করে, সর্বব্যাপৃত করে। এই অসমতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক; ক্ষেত্র বিশেষে আইনগত। নরবর্ণীয় বিভাজনের ফলে দেখা দেয় বর্ণবাদ। নৃবিজ্ঞানী রজার স্যানজেক-এর ভাষায় বর্ণবাদ হল: সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শিক। বর্ণবাদ মানুষের আত্ম-উপলব্ধি এবং অপরের প্রতি উপলব্ধিকে নরবর্ণীয় চিন্তার ভিত্তিতে আকৃতি দান করে ("নাহ্, আমি দেখতে সুন্দর না। আমার চোখগুলা চীনা-চীনা" কিংবা "টল ফিগার..... দেখতে একদম বিদেশীদের মতন")। বর্ণবাদ প্রাতিষ্ঠানিক। অর্থাৎ, এটি এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। বর্ণবাদ এক ব্যক্তির সাথে আরেক ব্যক্তির আচরণ এবং আরও বৃহৎ পরিসরে সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে, নির্ধারণ করে।

চৌদ্দ শতক পরবর্তী ইউরোপ-প্রবর্তিত নরবর্ণ ব্যবস্থা দক্ষিণ এশীয় জাতিভিত্তিক বিভাজন, অথবা দাস এবং প্রভু ব্যবস্থা হতে খুব ভিন্ন। পূর্বতন ব্যবস্থাগুলোর সাথে তুলনা করলে মৌলিক ফারাক চোখে পড়ে। নরবর্ণ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী, এটা সার্বিক মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বর্ণবাদ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে: যেমন দৈনন্দিন জীবনে, তেমনি জ্ঞানচর্চায়। বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরেও বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখা গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এর সবচাইতে ভাল উদাহরণ। কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, বর্তমান বিশ্বে আছে বহু ধরনের বর্ণবাদ: স্থানিক বর্ণবাদ ("কালো মেয়ে ঘরে আনব না"), জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক বর্ণবাদ ("দেশ পরিচালনার মত বুদ্ধি ও দক্ষতা পাহাড়িদের নেই") এবং অঞ্চল-ভিত্তিক বর্ণবাদ ("খেলাধুলা আর গান বাজনা আফ্রিকানরা ভাল পারে, অন্যসব বিষয়ে তারা পিছিয়ে")। তাঁরা মনে করেন, এক এক জায়গার সংস্কৃতি এক এক ধরনের বর্ণবাদকে গঠন করেছে। আবার কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, স্থানিক পর্যায়ের বর্ণবাদ ("পাহাড়িদের নাক চ্যাপ্টা") ১৪ শতক হতে গঠিত বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদের অংশ, তারই স্থানিক প্রতিবিম্ব। দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ভিন্ন হলেও বড়সড় মিলের জায়গা আছে। শ্বেতাঙ্গ বর্ণ সবসবময় কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণ হতে উৎকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অপর সকল বর্ণ ("বাদামী", "চকলেটি", "হলদে জাতি") এই দুই বর্ণের মাঝামাঝি স্তরে স্থান পেয়েছে।

বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ এবং ফ্রাঞ্জ বোয়াসের প্রতিরোধ

কিছু তত্ত্ব দাবি করে যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে নরবর্ণের উৎকৃষ্টতা এবং নিকৃষ্টতা প্রমাণ করা সম্ভব। এই তত্ত্ব সমষ্টিকে বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ বলা হয়। এ ধরনের তত্ত্বের বক্তব্য হ'ল: নরবর্ণ অনুসারে মানুষের যোগ্যতা ভিন্ন। নিচু নরবর্ণের, জাতিত্বের, শ্রেণীর মানুষজনের বুদ্ধি কম। এই তত্ত্ব অনুসারে, বুদ্ধির তারতম্য সামাজিক অসমতার কারণ। বুদ্ধির এই তারতম্য প্রকৃতি-প্রদত্ত এবং সেই কারণে সামাজিক অসমতা অনিবার্য। বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ বিরোধীরা বলেন, এই তত্ত্বসমূহের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক নয়, মতাদর্শিক। সামাজিক অসমতাকে বৈধতা দানের লক্ষ্যে এই তত্ত্বগুলো তৈরি করা হয়েছে। অসমতা প্রকৃতি-প্রদত্ত নয়, বরং সামাজিক। বর্ণবাদী মতাদর্শ হচ্ছে ক্ষমতা এবং টাকাপয়সার বৈষম্যকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার প্রচেষ্টা। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক তৈরি হয়। এই বিতর্কে বিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা অংশ নেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, হাল আমলের নয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, পুনরুৎপাদনমূলক প্রযুক্তি) কখনও কখনও, অতি সূক্ষ্মভাবে, পূর্বতন বর্ণবাদী এবং শ্রেণীবাদী চিন্তাভাবনাকে শক্তি-সমর্থন যোগায়।

বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ তত্ত্বের বক্তব্য হ'ল: নরবর্ণ অনুসারে মানুষের যোগ্যতা ভিন্ন। নিচু নরবর্ণের, জাতিত্বের, শ্রেণীর মানুষজনের বুদ্ধি কম। ... বুদ্ধির তারতম্য সামাজিক অসমতার কারণ। বুদ্ধির এই তারতম্য প্রকৃতি-প্রদত্ত এবং সেই কারণে সামাজিক অসমতা অনিবার্য। বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ বিরোধীরা বলেন, এই তত্ত্বসমূহের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক নয়, মতাদর্শিক।

বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের উৎপত্তি ঘটে ১৮ এবং ১৯ শতকে যখন জীববিজ্ঞান একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকান্ড হিসেবে গড়ে উঠে। বিবর্তনবাদী তত্ত্বের গঠন ও প্রসার অসমতার ধর্মীয় (খ্রিস্টীয়) ব্যাখ্যাকে কোণঠাসা করে। এই প্রেক্ষিতে অসমতার প্রবক্তারা জীববিজ্ঞানের মতন নতুন বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হন। তাঁরা প্রথমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষজনের মগজ (brain) শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির। বিংশ শতকের প্রথম দিকে এই তত্ত্বের অসারতা যখন প্রমাণিত হয় তখন তারা "বুদ্ধি

পরীক্ষা" প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইংরেজিতে একে বলা হয় Intelligence Quotient Test অথবা সংক্ষেপে, আই কিউ পরীক্ষা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে, আই কিউ পরীক্ষা পদ্ধতি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সমালোচনা ছিল এরূপ: আই কিউ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শ্বেতাঙ্গ শিশুদের জানাশোনা বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা বেড়ে ওঠার সময় যা যা শেখে, সেসব বিষয় প্রশ্নপত্রে উপেক্ষিত হয়। এ কারণে তারা আই কিউ পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় না। প্রশ্নপত্রের পক্ষপাতিত্বকে আড়াল করে, আই কিউ পরীক্ষার প্রবক্তারা কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকে দোষারোপ করেন। আই কিউ পরীক্ষা পদ্ধতি দাঁড় করিয়েছিলেন প্রধানত মনোবিজ্ঞানীরা। ক্ষেত্রবিশেষে, বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জেনেটিসিস্ট দৃষ্টিও বলা হয়ে থাকে কারণ বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে জিন্‌স । বর্ণবাদী জেনেটিসিস্টদের বক্তব্য হ'ল, জেনেটিক কারণেই এই বুদ্ধিবৃত্তিক তারতম্য। জেনেটিসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি বাদে আরেকটি বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যার নাম প্রতিবেশবাদী (environmentalist)। প্রতিবেশবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে: জেনেটিক কারণে নয়, প্রতিবেশের কারণে – ত্রট্টিপূর্ণ সাংস্কৃতিক এবং পারিবারিক জীবনের কারণে – কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের বুদ্ধি কম। তাঁদের মতে, কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ নজর রাখলে, বিশেষ ধরনের বাস্তবতা গ্রহণ করলে, এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

বোয়াসের বক্তব্য ছিল: অসমতা জৈবিক নয়, এটা বরং সামাজিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী সামাজিক কারণে অধস্তন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী এই পরিসরে নৃবিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২) বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁর বক্তব্য ছিল: অসমতা জৈবিক নয়, এটা বরং সামাজিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী সামাজিক কারণে অধস্তন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আফ্রিকানরা স্বতন্ত্রভাবে লৌহ-যুগ পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছিলেন। ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় পৌঁছে তাদের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দেয়। পরবর্তীতে, তিনি খুলির মাপ নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, নিচু বর্ণের মানুষজনের খুলির মাপ সর্বকালের জন্য অপরিবর্তিত থাকেনা। নতুন প্রতিবেশে নিচু হিসেবে বিবেচিত নরবর্ণের মানুষের খুলির মাপ বদলাতে পারে। নাৎসীবাদ যেভাবে বিজ্ঞানের সহায়তায় আর্য-বর্ণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশরত ছিল, বোয়াস তারও সমালোচনা করেন। নরবর্ণ প্রসঙ্গে বোয়াসের বক্তব্য মার্কিনী নৃবিজ্ঞানে তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ করে। বোয়াসের উত্তরসূরীরা পরবর্তী কালে এই ধারায় কাজ করতে থাকেন এবং বর্ণবাদবিরোধী তাত্ত্বিক ধারা তৈরীতে অবদান রাখেন।

১৯৬০ হতে ধীরে ধীরে নরবর্ণ প্রসঙ্গের উত্থাপনের ঢঙ পাল্টে যেতে থাকে। বোয়াস এবং তার উত্তরসূরীরা সমালোচনা দাঁড় করিয়েছিলেন বর্ণবাদী স্তরায়নের বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল সামাজিক শ্রেণীস্তরায়নের কারণ জৈবিক নয়, *সামাজিক*। সে অর্থে, তাঁরা যুক্তি দেখান, নরবর্ণকে জৈবিক বলার কোন অর্থ নেই, যেহেতু নরবর্ণের কোন জৈবিক ভিত্তি নেই। পরবর্তী সময়ে, নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগ "নরবর্ণ" হতে "বর্ণবাদ" এ সরে যায়। এই মনোযোগ এখনও অব্যাহত। এই ধারার নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে, নরবর্ণের কোন জৈবিক ভিত্তি নেই, তা স্পষ্ট। কিন্তু বর্ণবাদ একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো যা পৃথিবীর মানুষজনকে বিভিন্ন স্তরে (উঁচু, নিচু) বিভক্ত করে। এ স্তরায়ন ও বিভাজন বিশ্বব্যাপী। এবং সেই কারণে "নরবর্ণ নেই", এই বলে প্রসঙ্গটিকে উড়িয়ে দেয়ার চাইতে, আরো বেশি জরুরী হচ্ছে এর শক্তিমত্তা অনুসন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করা। এই উপলব্ধি বিভিন্ন কাজের জন্ম দিয়েছে। কিছু কাজ মার্কিনী সমাজের স্ববিরোধিতা উদ্‌ঘাটনের উপর জোর দিচ্ছে: মার্কিনী সমাজের একটি মূলনীতি হচ্ছে "সকল মানুষ সমান", কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বর্ণবাদী বৈষম্য। এবং সেটি সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত – শিক্ষা, চাকুরি, বসবাসের এলাকা ইত্যাদি। কিছু কাজ গুরুত্ব আরোপ করছে বর্ণবাদী বিভাজন বর্তমানে যে নতুন নতুন রূপ লাভ করেছে ("আরব" বনাম "সভ্য") তার উপর। আবার কিছু নৃবিজ্ঞানী এই নতুন বর্গীকরণের সাথে পূর্বতন বর্গীকরণের ধারাবাহিকতা এবং বিভিন্নতা বিষয়ে গবেষণা করছেন।

'অত্যাচারিতকে দোষারোপ করা'র প্রবণতা এবং তার প্রত্যাখান

বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অত্যাচারিতকে তার দুরবস্থার জন্য দায়ী করা (victim-blaming)। ১৯৬০-এর দশকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বর্ণবাদী সঙ্কট ঘনীভূত হয় এবং বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে (এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিসংখ্যান অনুসারে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে দরিদ্রদের সংখ্যা অনেক বেশি, এ বিষয়টির উপর বর্ণবাদ বিরোধীরা গুরুত্বারোপ করেন। শ্বেতাঙ্গ গরীবের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ গরিবের সংখ্যা কেন বেশি, এ প্রশ্নের জবাবে কিছু মার্কিনীরা অভিনব ব্যাখ্যা দাঁড় করান। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ময়নিহান।

ময়নিহানের মতে, নিগ্রো পরিবার রোগাক্রান্ত এবং বিকারগ্রস্ত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা জরুরী যে "নিগ্রো" শব্দটি নেতিবাচক (যেমন "বাঙ্গাল" বা "গারো" শব্দটি নেতিবাচক) এবং ১৯৬০-৭০ এর দশকগুলোতে, বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে, কৃষ্ণাঙ্গরা এই শব্দ প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরিবর্তে তারা "ব- ্যাক" (যার বাংলা দাঁড়ায় কৃষ্ণাঙ্গ) হিসেবে নিজেদের আত্ম ও সমষ্টিগত পরিচিতি দাঁড় করান। ময়নিহান বলেন, বিকারগ্রস্ত পারিবারিক জীবনের কারণেই কৃষ্ণাঙ্গরা দরিদ্র। তাদের পরিবারে পুরুষের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায় একাকী মায়ের সাথে বসবাস করছে তার শিশু সন্তান। বেকার পুরুষেরা তাদের নিজ পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণে ব্যর্থ। আদর্শ পিতা-মাতার অভাবে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা ভাল কিছু শেখে না। বড় হলে তাদের নিজের জীবনও তাদের পিতা মাতার জীবনের মত দারিদ্র্যে পর্যবসিত হয়। লক্ষ্য করে দেখেন, এই ব্যাখ্যায় যারা প্রান্তিক এবং নিপীড়িত, তাদের দোষারোপ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তারা নিজেরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ দাসত্বের ইতিহাস নয়, বর্ণবাদী পরিকাঠামো এবং তার শক্তিমত্তা নয়) তাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী।

ময়নিহানের ভাবনাচিন্তার শক্তিশালী জবাব পাওয়া যায় নৃবিজ্ঞানী ক্যারল স্ট্যাকের কাজে। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা ক্ষেত্র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট শহরে বসবাসের একটি সরকারী প্রকল্প। গরিব কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে গড়ে-উঠা নারীকেন্দ্রিক গৃহস্থালী এবং দারিদ্রের খুব ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন তিনি। স্ট্যাক বলেন, কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার। বর্ণবাদের কারণে পুরুষেরা কাজ পায় না, তারা বেকার থাকতে বাধ্য। সরকারী ভাতা ব্যবস্থাও পুরুষ সঙ্গীর সাথে বসবাসরত নারীর প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত। দারিদ্র্যের এই প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে নারী-কেন্দ্রিকতা। স্ট্যাক এই নারী-কেন্দ্রিকতাকে বিকারগ্রস্ততার লক্ষণ, বা "অযৌক্তিক" জীবন-যাপন পদ্ধতি মনে করেন না। তিনি বলেন, গৃহস্থালীর এই গঠন দারিদ্রের প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে, এবং এটিকে দেখা উচিৎ দারিদ্র্য মোকাবেলার একটি কৌশল হিসেবে। নিচের কেস স্টাডিতে তার ব্যাখ্যার বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হয়েছে।

কেস স্টাডি: দারিদ্র্যকে মোকাবেলা করার একটি কৌশল হচ্ছে নারী-কেন্দ্রিক পরিবার[১১]

স্ট্যাক বলেন, কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার। বর্ণবাদের কারণে পুরুষেরা কাজ পায় না, তারা বেকার থাকতে বাধ্য। সরকারী ভাতা ব্যবস্থাও পুরুষ সঙ্গীর সাথে বসবাসরত নারীর প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত। দারিদ্র্যের এই প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে নারী-কেন্দ্রিকতা।

দারিদ্র্যের কারণে গৃহস্থালী গঠন সহজ নয়। চাকরির বাজার, সরকারের দেয়া কল্যাণ-ভাতার বিবিধ নিয়মাবলী, এবং বস্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে গরিবদের পৃথক করে দেয়ার যে প্রকল্প – এগুলো গরিব গৃহস্থালী গঠনকে অস্থিতিশীল করে দেয়ার শর্ত হিসেবে কাজ করে। নিজে বেঁচে থাকার জন্য, এবং সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য, যে টাকা-পয়সা প্রয়োজন তা গরিবদের নেই। সেকারণে তারা জীবন-সংগ্রামকে মোকাবেলা করে সম্পদ ভাগভাগি করে, জীবন-যাপনের ঝুঁকিগুলোকে ভাগাভাগি করে। খাবার-দাবার, আসবাবপত্র, পোশাক, যন্ত্রপাতি, সন্তান এবং নগদ টাকা – এসব'ই এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তি, এক গৃহস্থালী থেকে আরেক গৃহস্থালী, এর মধ্যে ঘুরতে থাকে। যে যখন যা পারে সেটা দেয়, এবং যখন যা লাগে, সেটা নেয়। সুনির্দিষ্ট গৃহস্থালীর পরিবর্তে দেখা যায় "গৃহী জাল" (domestic network)। এই গৃহী জাল হচ্ছে মানুষের দল। দলে কে কখন থাকবে, তার বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। এই দলগুলো সম্পদ জড়ো করে এবং সম্পদের ভাগাভাগি করে পরস্পরকে সাহায্য করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনা প্রয়োজন অনুসারে একত্রে বাস করে। নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, কেউ কেউ অন্যত্র চলে যায়। দারিদ্র্য এতোই প্রগাঢ় যে বেঁচে থাকার চাহিদা মেটানো কঠিন। কঠিন দারিদ্র্য জন্ম দেয় গৃহী জালের। এই জালগুলো পরিবারের ধারণাকে ঘিরে গড়ে ওঠে।

পরিবার এবং গৃহস্থালী হচ্ছে নারী-কেন্দ্রিক। গরিব কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা, সম্পর্কে আত্মীয় বা বন্ধু, এমন নারীর সাথে সীমিত সম্পদ এবং সন্তান লালন-পালনের দায়ভার ভাগাভাগি করেন। স্পষ্টতই, গরীব কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত সন্তানদের মতন বিচ্ছিন্ন অণু পরিবারে বেড়ে ওঠে না। অধিকাংশ গৃহস্থালী গঠিত হয় জৈবিক মাকে কেন্দ্র করে। সন্তানদের দেখ-ভাল করা হচ্ছে গড়ে-ওঠা গৃহী জালগুলোর প্রধান লক্ষ্য। পুরুষদের সাথে শিশুদের আবেগ-ভালবাসার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক যদিও উৎসাহিত করা হয়, কিন্তু গড়ে ওঠা বৃহৎ পরিবারের কেন্দ্রে থাকেন নারী। এই নারী-কেন্দ্রিক আকর সম্পাদন করে আর্থিক কাজ; এরা সম্পদের ভাগা-ভাগি করে থাকেন। পুরুষরাও সন্তানদের লালন-পালন করেন। নারীদের মতনই, তারা যখন যা পারে তা দেয়। কিছু

[১১] Francis Pine, "Family" in Alan Barnard and Jonathan Spencer (eds) *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*, London: Routledge, 1996, pp. 223-228.

কিছু পুরুষ ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণ করেন না, আবার অনেকে আছেন যারা একই সাথে বোনের ঘরে, মা অথবা আন্টিকে, অথবা স্ত্রী কিংবা প্রেমিকার সংসারে কিছু কিছু দিয়ে থাকেন। একটি নির্দিষ্ট ছাদের তলায় থাকলেও, তারা হয়ত একাধিক সংসারের মানুষজনের খেয়াল রাখে।

পারিবারিক পর্যায়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এ ধারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত প্রধান ধারার বিপরীত। প্রধান ধারার প্রতিনিধিত্ব করে শ্বেতাঙ্গ পরিবার যেখানে রয়েছে দম্পতি-ভিত্তিক অণু পরিবার (বাবা-মা এবং তাদের শিশু সন্তান)।

সারাংশ

নরবর্ণের ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষজনের বর্ণীকরণ ইউরোপীয়রা আরম্ভ করেন। বর্ণীকরণের সূত্রপাত এবং ইউরোপীয় শক্তির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের সূত্রপাত একই সময়ে ঘটে। এই কারণে, নরবর্ণীয় বর্ণীকরণকে বৈজ্ঞানিক করে তোলার সকল প্রচেষ্টা (যেমন ধরুন আই কিউ পরীক্ষা), এবং সমাজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর সকল প্রচেষ্টা, সন্দেহের চোখে দেখা হয়। বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অত্যাচারিতকে দোষারোপ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক বিজ্ঞান চর্চায়, বিশেষ করে ১৯৬০-১৯৭০'এর দশকগুলোতে, যখন বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়, তখন একাধিক বিদ্যাজাগতিক কাজে কৃষ্ণাঙ্গদের দোষারোপ করা হয়। বলা হয়, তারা নিজেরাই তাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী। বর্তমানের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায়, নতুন নতুন ধরনের স্তরায়িত বর্ণীকরণ করা হচ্ছে: যেমন "জঙ্গী আরব" বনাম "সভ্য শেতাঙ্গ"। নৃবিজ্ঞানের একটি ধারার বিবেচনায় এটা নরবর্ণ-ভিত্তিক বর্ণীকরণের সাম্প্রতিকতম রূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। নিচের কোন নৃবিজ্ঞানী বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন?

ক. ফ্রাঞ্জ বোয়াস　　খ. লুই ডুমো
গ. মেরী ডগলাস　　ঘ. মার্গারেট মীড

২। ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?

ক. নেলসন ম্যান্ডেলা　　খ. মার্টিন লুথার কিং
গ. স্যার ডেসমন্ড টুটু　　ঘ. উপরের কেউই নন

৩। বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের উৎপত্তি ঘটে কখন?

ক. ১৭ এবং ১৮ শতকে　　খ. ১৯ এবং ২০ শতকে
গ. ১৮ এবং ১৯ শতকে　　ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নরবর্ণ কী?

২। বর্ণবাদ কী? বর্ণবাদ ও বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ কী সম্পর্কিত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কী? ড্যানিয়েল ময়নিহান কি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেন? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

২। নারী-কেন্দ্রীক গৃহস্থালী গঠন বিকার-গ্রস্ততার লক্ষণ না। বরং এটি দারিদ্র্য মোকাবেলার একটি কৌশল। কিসের প্রেক্ষিতে স্ট্যাক এই কথাগুলো বলছেন, এবং কি ভিত্তিতে তা আলোচনা করুন।